NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের ১৩৩তম আবির্ভাব উপলক্ষে বিশেষ

আসন রফা সম্পূর্ণ হতেই রাহুলের 'ন্যায় যাত্রা'য় পা মেলালেন অখিলেশ ৭

কলকাতা ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৩ ফাল্গুন ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ২৫৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 26.2.2024, Vol.17, Issue No. 255, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

নারী দিবসেই সন্দেশখালির 'নির্যাতিতা'দের সঙ্গে দেখা করবেন নরেন্দ্র মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সঙ্গে সন্দেশখালির নির্যাতিতা মহিলাদের জুড়তে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ওই দিন বারাসাতে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সে দিনই প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে হাজির করানো হতে পারেন সন্দেশখালির নির্যাতিতাদের। আগে বারাসাতে এই সভা হওয়ার কথা ছিল ৬ মার্চ। শনিবার রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিল বিজেপির শীর্ষনেতারা। তার পরেই জানা যায়, ১ মার্চ আরামবাগ, ২ মার্চ কৃষ্ণনগর এবং ৮ মার্চ বারাসাতে সভা করবেন মোদি। সে দিন মহাশিবরাত্রি। তাই বিজেপি নেতৃত্ব সভার নাম দিয়েছে 'নারী শক্তি বন্দনা কর্মসূচি'। প্রথমে বারাসাতের সভা করার দিন ৬ মার্চ ঠিক হলেও সন্দেশখালির পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিনে বারাসাতে প্রধানমন্ত্রীর সভা করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় বিজেপি। কারণ, সন্দেশখালিতে শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেখানকার মা-বোনেদের রাতের অন্ধকারে পার্টি অফিসে ডেকে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছেন। এমন ঘটনা চলেছে বছরের পর বছর। একের পর এক মহিলা তাঁদের বিরুদ্ধে হওয়া নির্যাতনের অভিযোগ তুলে অভিযুক্ত করতে থাকেন তৃণমূল নেতা শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারদের। অভিযুক্ত দুই নেতা গ্রেপ্তার হলেও বেপাত্তা শাহজাহান। বিক্ষোভ বেড়েই চলেছে মহিলাদের। সেই ক্ষোভের আঁচ প্রধানমন্ত্রীর সভায় তুলে ধরতে চাইছে বিজেপি। তাই বারাসাতের সভায় সন্দেশখালির নির্যাতিত মহিলাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন মোদি। সরব হতে পারেন মহিলাদের ওপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে। আর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন প্রধানমন্ত্রীর মুখে রাজ্যের শাসকদলের এমন সমালোচনা লোকসভা ভোটের আগে অস্বস্তির কারণ হতে পারে বলেই মনে করছেন রাজ্য রাজনীতির কারবারিদের একাংশ।

বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ৭

চেন্নাই, ২৫ ফেব্রুয়ারি: রবিবার উত্তরপ্রদেশের কৌশাম্বিতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। দুপুরে এই ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মহিলাদের মারের ভয়ে অন্যের ঘরে লুকোলেন অজিত মাইতি

সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর আটক করলো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের দুই মন্ত্রীর উপস্থিতিতেই রবিবার দুপুরে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল সন্দেশখালির বেড়মজুর এলাকা। বেড়মজুর ১-এ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি অজিত মাইতিকে ধাওয়া করলেন এলাকার মহিলারা। তাঁদের হাতে ছিল ঝাঁটা, শাড়ি, শাঁখা। বাইরে মারমুখী জনতার ভিড়। প্রবল চিৎকার-চেঁচামেচি। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকেরাও। এই পরিস্থিতিতে গণপিটুনির ভয়ে কেঁদেই ফেললেন সন্দেশখালির বেড়মজুরের তৃণমূল নেতা অজিত মাইতি! ভিতর থেকে তাঁর আর্তি, 'দাদা, দরজা খুলবেন না! ওরা আমাকে মেরে ফেলবে!' অন্যের বাড়িতে চার ঘণ্টা ধরে নিজেকে বন্দি রেখেছিলেন অজিত। পুলিশ আধিকারিকেরা বারবার আশ্বাস দিলেও তিনি বাইরে বেরোতে রাজি ছিলেন না। যদিও মুখে বারবার বলছিলেন যে, পুলিশের প্রশাসনের উপর তাঁর ভরসা রয়েছে। তা সত্ত্বেও বেরোনোর সাহস পাচ্ছিলেন না তৃণমূল নেতা।

প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে অন্যের বাড়িতে বন্দি থাকার পর অবশেষে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা অজিত মাইতিকে আটক করে পুলিশ। অন্ধকারে ঘুপচি গলি দিয়ে অজিতকে বার করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে, রবিবার বেড়মজুরে গ্রামবাসীদের তাড়া খান অজিত। প্রাণ বাঁচাতে তিনি স্থানীয় এক ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকে পড়েন। ঢুকেই দরজায় তালা লাগিয়ে দেন। এ দিকে ওই বাড়ির লোক তখন বাইরে স্নান করছিলেন। স্নান সেরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে তিনি দেখেন, দরজায় তালা! ওই ব্যক্তির দাবি, নিমন্ত্রণ আছে বলে সকাল সকাল স্নান সেরে পোশাক পরতে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখেন দরজায় তালা! কোলাপসিবল গেটের ফাঁক দিয়ে দেখা গিয়েছিল, ঘরে বসে রীতিমতো কাঁপছেন অজিত। বারবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন কাউকে ফোন করার। কিন্তু কোনও কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। অজিতের বিরুদ্ধে যখন ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে বেড়মজুর, তখন সন্দেশখালির অন্য একটি জায়গা থেকে রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক জানিয়ে দেন, দল তাঁর পাশে নেই। তাঁর পদও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীর কথায়, 'অন্যায় করলে তো রাগের বহিঃপ্রকাশ হবেই।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, সন্ধ্যার দিকে বিক্ষোভের আঁচ একটু কমে। বিক্ষোভকারীরা একটু একটু করে সরতেই শুরু হয় পুলিশি তৎপরতা। এর পরেই পরিস্থিতি বুঝে অজিতকে বুঝিয়ে বার করেন পুলিশ আধিকারিকেরা। পুলিশ সূত্রে খবর, অজিতকে আপাতত আটক করা হয়েছে। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মিনাখাঁ থানায়। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে যা যা অভিযোগ রয়েছে, যা তথ্যপ্রমাণ মিলেছে, সেই সব বিষয় খতিয়ে দেখে গ্রেপ্তার করা হতে পারে তাঁকে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ ছিল, গ্রামের অনেকের জমি দখল করেছেন অজিত। শাহজাহান শেখের এই অনুগামী এক সময়ে বিভিন্ন লোককে চমকে-ধমকে বেড়িয়েছেন। তাঁদের উপর অত্যাচার করেছেন। তাই এই বিক্ষোভ। গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে অজিতের নিজেকে ঘরবন্দি করে ফেলার ঘটনা নিয়ে মন্ত্রী পার্থ বলেন, 'যাঁদের দলের নেতা বলা হচ্ছে, তাঁরা অত্যাচার করেছে বলেই তো মানুষ বিক্ষোভ করছে। যাঁরা অত্যাচার করেছে তাঁদের পাশে দল নেই।' মন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, অন্যায় করলে প্রশাসন তো ব্যবস্থা নেবেই। দলও নিজের মতো পদক্ষেপ করবে। তাঁর কথায়, 'যাঁদের নামে অভিযোগ এসেছে আমাদের কাছে, পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। আমরা দল থেকে সরিয়ে দিয়েছি। অজিত মাইতির বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে, আমরা সরিয়ে দিয়েছি। ওখানে হলধরদা আর শক্তিদা দু'জনকে জয়েন্ট কনভেনর করা হয়েছে। অন্যায় করলে তো রাগের বহিঃপ্রকাশ হবেই।' মন্ত্রী পার্থের বার্তা, 'কোনও অভিযোগ থাকলে প্রশাসনকে জানান। হাতে কেউ আইন তুলে নেবেন না।'

অশান্ত সন্দেশখালিতে অন্য মেজাজে পার্থ-সুজিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্থানীয়দের ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে সন্দেশখালি। এই পরিস্থিতিতে সন্দেশখালির বেড়মজুর এলাকায় অন্য মেজাজে ধরা দিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ও সুজিত বসু। ফুলের মালা পরে ঢোল নিয়ে কীর্তন করতে দেখা গেল তাঁদের। দু হাত তুলে নাচলেন দুই মন্ত্রী। খোল বাজালেন পার্থ ভৌমিক। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু শান্ত হচ্ছে না সন্দেশখালি। শেখ শাহজাহানের গ্রেপ্তারির দাবিতে পথে মহিলারা। অভিযুক্তের দুই শাগরেদ গ্রেপ্তার হলেও এখনও বেপাত্তা সন্দেশখালির 'বাঘ' শাহজাহান। বিরোধী দলের নেতা নেত্রীরা এলাকায় ঢুকতে গিয়ে দফায় দফায় বাধার মুখে পড়ছেন। অশান্তি চরমে উঠছে। এসবের মাঝে রবিবার সন্দেশখালির বেড়মজুরে যান রাজ্যের দুই মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ও সুজিত বসু। সেখানে একটি কীর্তনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন তাঁরা। ফুলের মালা পরে ঢোল নিয়ে কীর্তন করতে দেখা যায় দুই মন্ত্রীকে। সেখানেই স্থানীয় মহিলাদের অভাব অভিযোগও শোনেন তাঁরা।

তৃণমূল নয় শাহজাহানকে গার্ড করছে জুডিশিয়ারি: অভিষেক

বিপ্লব দাশ ● মহেশতলা

'হাইকোর্ট রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের হাত বেঁধে দিয়েছে। তাহলে শাজাহানকে কীভাবে গ্রেপ্তার করবে পুলিশ? যাঁরা সন্দেশখালি নিয়ে কথা বলছেন, যে কমিটিগুলো এখানে আসছে, আমি তাদের বলতে চাই, আদালতের কাছে জিজ্ঞাসা করুন যে রাজ্য পুলিশের হাত-পা কেন বেঁধে দেওয়া হয়েছে?' রবিবার মহেশতলায় বজবজ ট্রাঙ্ক রোড সংস্কার ও জল প্রকল্পের সূচনা অনুষ্ঠানে সন্দেশখালি নিয়ে মুখ খুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালি ও শেখ শাহজাহান নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শেখ শাহজাহানকে তৃণমূল গার্ড করছে না। যদি কেউ গার্ড করে থাকে তা হল বিচার ব্যবস্থা, যাতে রোজ সন্দেশখালি শিরোনামে থাকে। হাত-পা বেঁধে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। যত বড় নেতাই হোক, কেউ যদি মানুষের সঙ্গে অন্যায় করে থাকে, তাকে রেয়াত করা হবে না।'

তৃণমূল কংগ্রেস শেখ শাহজাহানকে আড়াল করছে বলে লাগাতার অভিযোগ করে চলেছে বিজেপি-সহ অন্যান্য বিরোধীরা। সেই প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'যাঁরা এই মানবাধিকারের কর্তা এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি হয়ে রোজ বলছেন একে গ্রেপ্তার করুন, তাঁকে গ্রেপ্তার করুন, দরবারটা আর অনুরোধটা হাইকোর্টে করুন। হাইকোর্ট যদি রাজ্য প্রশাসনের হাত বেঁধে দেয়, তাহলে গ্রেপ্তার করবে কোথা থেকে?'

অভিষেক বলেন, 'যাঁদের মনে সন্দেশখালির ঘটনা বা শেখ শাহজাহান নিয়ে কোনও প্রশ্ন রয়েছে, ৫ জানুয়ারি যে ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে ইডি আধিকারিকদের ওপরে হামলা চালানো হয়েছিল বলে তারা অভিযোগ করেছিল এবং তারা এফআইআর করেছিল, সেখানে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চ একটি নির্দেশ দেয় যে একটি এসআইটি তৈরি হবে। দশ-বারো দিন পরেই ইডি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে স্থগিতাদেশ চায়। আর ইডির আবেদন অনুযায়ী, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সেই স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করে।'

অভিষেকের যুক্তি, 'একটা এফআইআর-এর ভিত্তিতে প্রশাসনকে সময় দিতে হবে। সারদার মামলায় এখনও ট্রায়াল শুরু হয়নি, তখন তো বলছেন না যে স্থগিতাদেশ হবে। পুলিশকে ১৫ দিন সময় দেবেন না, আর ইডিকে ১০ বছর, ১২ বছর, ১৫ বছর সময় দিতে প্রস্তুত।' একইসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের উদাহরণ টেনে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, 'যত বড়ই নেতা হোক, মানুষের সঙ্গে অন্যায় করলে, রেয়াত করা হবে না।'

আগামী ৩ মার্চ সন্দেশখালিতে সভার ডাক দিয়েছিল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। ওই সভায় উত্তর ২৪ পরগনার জেলা নেতৃত্ব হাজির থাকার কথা ছিল। সেই সভা আদৌ করা দরকার নেই বলেই জানালেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'আমার ধারণা সেখানে এই পরিস্থিতিতে এখনই সভা করার প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিকতা ফিরে এলে, মানুষ ঠিক থাকলে সব হবে। মানুষের প্রাণ বাঁচলে, ধর্মে ধর্মে সংঘাত শেষ হলে, এলাকা পরিস্থিতি শান্ত থাকলে সেখানে আগামী দিন সভা, সমিতি সব হবে। ১০ মার্চ ব্রিগেড সমাবেশ রয়েছে। তার প্রস্তুতি থাকবে। ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য কোনও সভা করা যাচ্ছে না। ওখানে সভা হলে সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে। ব্রিগেড মিটলে আমি সেখানে যাব।'

মার্চ মাসে বাংলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিনটি সভা করার কথা। সেই প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'বিজেপি এই ইস্যুটিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলা সফর পর্যন্ত জিইয়ে রাখার চেষ্টা করছে। এক একদিন বেছে নিয়ে ওখানে বিজেপি নেতৃত্ব থেকে শুরু করে অন্যান্য সংস্থা যাচ্ছেন। কেন তাঁরা একদিনেই হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে ওখানে যাচ্ছেন না। তাঁর কথায় সন্দেশখালির বিষয়টি 'লাইম লাইট' রাখার জন্যেই এই অভিসন্ধি করা হচ্ছে।'

রবিবার বিকেলে মহেশতলার বাটানগর মোড়ে বজবজ ট্রাঙ্ক রোড সংস্কার ও ৪০ মিলিয়ন গ্যালন জলপ্রকল্পের উদ্বোধন করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চ থেকে তিনি মহেশতলাবাসীকে যে কোনও সমস্যায় সরাসরি তাঁকে চিঠি পাঠাতে বলেন। সেই সঙ্গে কাজে সেরা ডায়মন্ডহারবারকে ভোটের পরিসংখ্যানেও এক নম্বর করার দায়িত্ব আপনাদের হাতেই- বার্তা দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

১০ মার্চ 'ব্রিগেড চলো' তৃণমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের আগে ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিল তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ১০ মার্চ হবে বাংলার শাসকদলের ব্রিগেড সমাবেশ। তৃণমূলের তরফে পোস্টার প্রকাশ করে এই সমাবেশের কথা জানানো হয়েছে। এ বারের ব্রিগেড সমাবেশের নাম দেওয়া হয়েছে জনগর্জন সভা। সেই সভার মূল বক্তা মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনার টাকা-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা অন্যায়ভাবে বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে আওয়াজ তোলা হবে এ বারের ব্রিগেজ সমাবেশ থেকে। তৃণমূল সূত্রে খবর, মূলত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বঞ্চনার সুরই তোলা হবে ব্রিগেডের সমাবেশ থেকে। পাঁচ বছর পরে কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে সমাবেশের ডাক দিল তৃণমূল। ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতা দখলের পরে ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ ব্রিগেডে করেছিল তৃণমূল। এর পরে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেও এক বার ব্রিগেড সমবেশ করে তৃণমূল বিরোধী জোটের নেতাদের নিয়ে এসেছিল কলকাতা। তবে এ বার জোটের জন্য নয়, লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ১০ মার্চ ব্রিগেডে সমাবেশ করতে চায়। রবিবারই সেই সমাবেশের পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে দলের পক্ষে। ১০ মার্চ, রবিবার ব্রিগেড চলোর ডাক দিয়ে সকাল ১১টা থেকে 'জনগর্জন সভা' করার কথা জানানো হয়েছে। ছবি রয়েছে তৃণমূলের সর্বময়নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ইদানীং কালে ব্রিগেডে সভা করেনি তৃণমূল। গত ডিসেম্বরে ব্রিগেডে গীতা পাঠের সমাবেশ করেছিল কয়েকটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। এর পরে সিপিএমের যুব সংগঠন একটি ব্রিগেড সমাবেশ করে। সেই দুই সভায় জমায়েত নিয়ে তুলনা হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। সেই সঙ্গে তুলনায় টানা হয়েছিল গত ২১ জুলাই ধর্মতলায় হওয়া তৃণমূলের জমায়েতকে। এ বার তৃণমূলের ব্রিগেড।

স্কুবা ডাইভ করে ডুবন্ত দ্বারকা নগরীর দর্শন করলেন মোদি

দ্বারকা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার ধরা দিলেন অন্য মেজাজে। পাঞ্চকুনি সমুদ্র সৈকতে ডুবন্ত দ্বারকা নগরীর দর্শন করলেন মোদি। কৃষ্ণভূমে গিয়ে স্কুবা ডাইভিংয়ের অভিজ্ঞতার কথাও শোনা গেল তাঁর গলায়।

রবিবার দিনভর গুজরাতে বিভিন্ন কর্মসূচি ছিল মোদির। গুজরাত সফরের প্রথম দিনের শুরুতেই ভেট দ্বারকায় 'সুদর্শন সেতু'র উদ্বোধন করেন। এটিই দেশের দীর্ঘতম কেবল সেতু। তার পর সেখান থেকেই সোজা চলে যান দ্বারকাধীশ মন্দির দর্শনে।

পাঞ্চকুনি সমুদ্র সৈকতে পৌঁছেই স্কুবা ডাইভিং করে দ্বারকা নগরীর দর্শন করলেন মোদি। দ্বারকা সবসময়ই পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান। দ্বারকার যে প্রাগৈতিহাসিক শহর আরব সাগরের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল, রবিবার মোদি সেই শহর দর্শন করেন। জলের নীচে দ্বারকাধীশ মন্দিরে প্রার্থনাও সারেন তিনি।

স্কুবা ডাইভিংয়ের অভিজ্ঞতার কথা নিজেই সমাজমাধ্যমে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন মোদি। সেই পোস্টে তিনি লেখেন, 'জলের তলায় ডুবে যাওয়া দ্বারকা নগরীতে গিয়ে প্রার্থনা করা একটি ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতা ছিল। আধ্যাত্মিক অনুভূতি হল। শাশ্বত ভক্তি এবং প্রাচীন যুগের সঙ্গে সংস্পর্শে আসার অভিজ্ঞতা কখনও ভুলব না।'

এখানেই থামেননি নরেন্দ্র মোদি। তিনি আরও বলেন, 'পুরাতত্ত্ববিদেরা বারবার দ্বারকা নগরীর কথা উল্লেখ করেছেন। সমুদ্রের নীচে এই শহর দেখার সুযোগ পেলাম। শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে এই শহর তৈরি করেছিলেন।' মন্দির দর্শনের সময় তিনি কী কী করেছেন তার বর্ণনাও করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

মোদি জানান, রবিবার তিনি সঙ্গে করে একটি ময়ূরের পালক নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই পালক 'শ্রীকৃষ্ণের চরণ'-এ রেখে এসেছেন। রবিবার মোদির পরনে ছিল গেরুয়া পঞ্জাবি। স্কুবা ডাইভিংয়ের কিছু ছবি মোদি নিজেই পোস্ট করেছেন সমাজমাধ্যমে।

এদিন, দ্বারকায় বেইত মন্দিরেও পুজো দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বেইতের দ্বারকাধীশ মন্দিরে তাঁকে প্রার্থনা করতে দেখা যায়। মন্দির পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল।

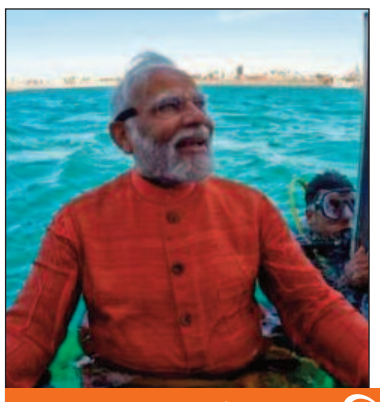

জানালেন 'আধ্যাত্মিক' অনুভূতির কথা

দেশের দীর্ঘতম কেবল সেতুর উদ্বোধন

দ্বারকা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: দেশের দীর্ঘতম কেবল সেতুর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গুজরাতের দ্বারকায় অবস্থিত সেতুটি ওখার সঙ্গে বেইট দ্বারকাকে যুক্ত করেছে। অর্থাৎ নতুন ও পুরনো দ্বারকার মধ্যে সংযোগ সাধন করবে এই ২.৩২ কিমি দীর্ঘ সেতুটি। যা নির্মাণে খরচ পড়েছে ৯৭৯ কোটি টাকা। 'সুদর্শন সেতু' নামের এই সেতুটি ২৭.২ মিটার চওড়া। চারটি লেন বিশিষ্ট সেতুটির দুদিকে ২.৫ মিটারের ফুটপাথ রয়েছে। ২০১৭ সালে এই সেতুর ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছিলেন মোদিই। সেই সময়ই তিনি

জানিয়েছিলেন, পুরনো দ্বারকা ও নতুন দ্বারকার মধ্যে সংযোগ স্থাপন হতে চলেছে এই সেতুর মাধ্যমে। অবশেষে বাস্তবায়িত হতে চলেছে সেই পরিকল্পনা। চারটি লেনের এই সেতু ২৭.২০ মিটার চওড়া। প্রতিটি লেনের পাশে থাকছে ২.৫০ মিটার চওড়া ফুটপাথ। এই সুদর্শন সেতুর ডিজাইনেও রয়েছে কিছু বিশেষত্ব। ভগবৎ গীতার শ্লোকের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এই সেতু। দুদিকেই রয়েছে কৃষ্ণের প্রতিকৃতি। এর আগে এই সেতুর নাম ছিল সিগনেচার ব্রিজ। গুজরাতের ওখা বন্দরের কাছে অবস্থিত বেট দ্বারকা হল একটি দ্বীপ, যা মূল দ্বারকা শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটা দূরে অবস্থিত। এই দুই জায়গার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতেই এই সেতু তৈরি করা হয়েছে। মূল দ্বারকা শহরেই রয়েছে বিখ্যাত দ্বারকাধীশ মন্দির।

রবিবার আনন্দপুর বস্তিতে লাগা বিধ্বংসী আগুন নেভানোর কাজ করছে দমকল বাহিনী। ছবি: অদিতি সাহা

সন্দেশখালিতে যেতে এবার বাধা দেওয়া হল ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ২১ দিনের মাথায় সন্দেশখালিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির প্রতিনিধি দল। শনিবারই বিকেলে তাঁরা দিল্লি থেকে কলকাতায় আসেন।

রবিবার সকালে তারা হাইওয়ে ধরে সন্দেশখালি যাওয়ার জন্য হোটেল থেকে বেরোলে ভোজের হাটেই আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশ জানায়, ওই সব অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি আছে বলে বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটিকে ধামাখালি জেটি ঘাটের দিকে যেতে দেওয়া হবে না। তখনই পুলিশের সঙ্গে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির প্রতিনিধিদের বচসা শুরু হয়।

ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির সদস্যদের অভিযোগ, সন্দেশখালিতে নির্যাতিত মানুষদের অভাব অভিযোগ শুনতে এবং সমস্যার সুরাহা করার জন্য তাঁরা সন্দেশখালি যাচ্ছিলেন।

কিন্তু সন্দেশখালি থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরেই পুলিশ তাদের আটকে দেয়।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে রবিবার ফের সন্দেশখালিতে যায় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। কিন্তু পথেই তাঁদের আটকায় পুলিশ। দলে ছিলেন পাটনা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এল নরসিমহা রেড্ডি থেকে শুরু করে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার, আইনজীবী-সহ ৬ সদস্য। সকালে কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে ধামাখালি হয়ে সন্দেশখালির পাত্রপাড়া, মাঝেরপাড়া, নতুনপাড়া, নস্করপাড়ায় যাওয়ার সংগঠনটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে শুরু শ্রমিক মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে রবিবার থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে শ্রমিক মেলা। যা চলবে আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই মেলার দরজা খোলা থাকবে। তবে কোনও শহরেই টানা ১৪ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত মেলা চলবে না। প্রতিটি জেলায় একটি করে শহরে এই মেলা আয়োজিত হবে ২ দিনের জন্য। সেই হিসাবে এক একটি শহরে এক এক দিন মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলাতে শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, শ্রম বিভাগের অধীনে ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, মৃত্যু ও দুর্ঘটনা সংক্রান্ত সহায়তা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নেওয়ার ব্যবস্থা থাকছে। সেই সঙ্গে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদানও করা হবে।

রাজ্যের শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাজ্যের প্রথম শ্রমিক মেলার সূচনা ঘটছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার সদর শহর আসানসোলে যা রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের নিজের শহর। আগামিকাল অর্থাৎ ১৫ জানুয়ারি শ্রমিক মেলার উদ্বোধন হবে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে। পরেরদিন অর্থাৎ ১৬ জানুয়ারি মেলা শুরু হচ্ছে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার সদর শহর জলপাইগুড়ি টাউনে। পাশাপাশি ওই দিন থেকেই মেলা শুরু হচ্ছে নদিয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরের বুকেও। ১৭ জানুয়ারি থেকে মেলা শুরু হচ্ছে উত্তরবঙ্গের মালদা জেলার সদর শহর ইংরেজবাজারে। ১৮ তারিখ থেকে মেলা শুরু হচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটে। ওই দিন থেকেই মেলা শুরু হচ্ছে কোচবিহারেও। ১৯ জানুয়ারি মেলা শুরু হবে উত্তর দিনাজপুর জেলার সদর শহর রায়গঞ্জের বুকে। ২০ তারিখ মেলা শুরু হচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর শহরে।

২১ তারিখ শ্রমিক মেলা শুরু হচ্ছে বাঁকুড়া ও বর্ধমান শহরে। পরের দিন মেলা থাকছে হাওড়া শহরে। ২৩ তারিখ মেলা বসবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর শহরে। ২৪ জানুয়ারি মেলা বসবে হুগলি জেলার সদর শহর চুঁচুড়াতে। পরেরদিন অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারি মেলা বসবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্পশহর হলদিয়ার বুকে। পরের দিন ২৬ জানুয়ারি মেলা বসবে ঝাড়গ্রাম ও আলিপুরদুয়ার শহরে। ২৭ জানুয়ারি মেলা বসবে পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে। ২৮ জানুয়ারি মেলা বসবে বীরভূম জেলার বোলপুর শহরে। ওইদিনই মেলা থাকছে পাহাড়ে কালিম্পং শহরে। ২৯ জানুয়ারি মেলা থাকছে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি শহরে। ৩০ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার শহরে বসবে মেলা। শেষ শ্রমিক মেলা বসবে কলকাতায় ৩১ জানুয়ারিতে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬ শে ফেব্রুয়ারি, ১৩ ই ফাল্গুন, সোমবার। দ্বীতিয় তিথী, জন্মে সিংহ রাশি অষ্টোত্তরী মঙ্গল র, মহাদশা বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি,গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন।যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজ পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে।এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান ,মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদা ্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে ,হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : দেবী মায়ের কৃপা আছে। মন চাইবে বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে।আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে খুশি র বাতাবরণ। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দ্বারা ও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে ঈশ্বরের কৃপা পাবেন কি ভাবে? মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : পুরাতন বান্ধব দ্বারা পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে।মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : শ্বশুর বাড়ি র সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখবর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি :বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী।মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : গ্রহ স্থিতি শুভ। আজ শ্বশুর বাড়িতে সম্মানিত হবেন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভূক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের! আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : দেবী দুর্গার ওপর ভরসা রাখলে আজ শুভ দিন। মনের কাজটা বাধা পড়বে না মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

NOTICE

In the Court of the District Judge, Paschim Medinipur
J. Misc. Case No. 122/2022
Sri Sri Sitala Mata Thakurani Of Vill - Pairanagar @ Shyamnagar, P.S - Kharagpur (Local), represented by its Sebaits: - Sri Ashis Hui & Others ...Petitioners

Notice is hereby given to the general public that said **Ashis Hui and Others** have filed the above noted case to obtain permission for sale of deity's landed property described in the schedule below.

If anybody has any objection in this regard, he / she may file the same within **30 days** from the date of publication, failing which the case will proceed according to law.

SCHEDULE OF LANDED PROPERTY

Within Dist - Paschim Medinipur, P.S - Kharagpur (Local), Mouza - Chakturia, J.L. No. 354, Sabek Khatian No. 479/1, Hal Khatian No. 156, Sabek Khatian No. 479/2, Hal Khatian No. 422, Plot No. 334, Area - 30 Decs, Nature of Land - Jal, (No Road).

By Order,
Bibhas Mondal,
Sheristadar
District Judge's Court
Paschim Medinipur, 21.2.24

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

পাঁচটি নতুন এইমস-এর উদ্বোধন মোদির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী রাজ্যজুড়ে পাঁচটি নতুন এইমস-হাসপাতালের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীও রয়েছে। রাজকোট,মঙ্গলাগিরি,ভাটিন্ডা,রায়বেরেলি ও কল্যাণী এইমসের উদ্বোধন করে চিকিৎসা পরিষেবা আরও প্রসারিত করলেন প্রধানমন্ত্রী। কল্যাণী এইমস-এ এদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল অন্তর্বিভাগীয় পরিষেবা। আগে থেকেই সেখানে ওপিডি চলছিল।

ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০৩ সালে শুরু হওয়া প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা (পিএমএসএসওয়াই)-র অধীনে এই অত্যাধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য উন্নতমানের স্থানীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া। সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্সেস (সংশোধনী) আইন, ২০১২, এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও বেশি স্বায়ত্তশাসন এবং ইনস্টিটিউট অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স (আইএনআই) মর্যাদা প্রদান করেছে।

কল্যাণী এইমস-এর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ ও জলপথ পরিবহণ এবং আয়ূষ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল, রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার, জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক, সংখ্যালঘু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জন বার্লা সহ প্রমুখ। ১৭টি সুপার-স্পেশালিটি সংবলিত ৪৩টি বিভাগ নিয়ে এইমস কল্যাণী প্রতিদিন ২০০০-এরও বেশি রোগীকে সেবা দেয়। ১৪৬ জন ফ্যাকাল্টি সদস্য, ৫৫১ জন নার্সিং অফিসার, ৭৩ জন সিনিয়র রেসিডেন্ট এবং ১৬৬ জন জুনিয়র রেসিডেন্ট সমন্বয়ে একটি নিবেদিত কর্মীদল দ্বারা সমর্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি তার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ৭,৩০,০০০-এরও বেশি বহিরাগত রোগীকে পরিষেবা দিয়েছে। নিয়মিত আউটরিচ ক্লিনিকের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলিকে চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার প্রতি এবং ই-সঞ্জীবনীর মাধ্যমে ৮,০০০-এরও বেশি টেলি-কনসালটেশন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এইমস কল্যাণীর অঙ্গীকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নতুন সচিব জগদীশ মিনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের নতুন সচিব হলেন জগদীশ প্রসাদ মিনা। ২০০৪ সালের এই আইএএস এখন থেকে সংশোধনাগার প্রশাসনিক দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব ও সামলাবেন। এতদিন তিনি শুধু সংশোধনাগার দপ্তরের দায়িত্ব সামলাছিলেন। সোমবার কর্মিবর্গ ও সংস্কার দপ্তর থেকে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এদিন জিটিএ-র নতুন প্রধান সচিব হলেন সৌম্য পুরকাইত।

প্রশিক্ষিত নার্সদের সংখ্যা বাড়াতে রাজ্যের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবদন: প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যা বাড়াতে রাজ্য সরকার ১৬টি সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে বেসরকারি নার্সিং ট্রেনিং কলেজ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেসরকারি নার্সিং কলেজ গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিকাঠামো রয়েছে জেলা স্তরে এমন হাসপাতালকে চিহ্নিত করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর জেলা থেকে রিপোর্ট তলব করেছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী যে ১৬টি সরকারি হাসপাতালের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে ৬০ থেকে ৮০টি আসনের নার্সিং কলেজ খোলা যাবে। সেগুলি হলো; ফুলবাগানের বিসি রায় শিশু হাসপাতাল, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল এবং শ্রীরামপুর ওয়ালস, গঙ্গারামপুর, ছাতনা, বনগাঁ, কালনা, ইসলামপুর, বারুইপুর, মালবাজার, ফালাকাটা, বড়জোড়া, গোপীবল্লভপুর, শালবনি, ডেবরা ও হলদিয়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল। আগামী ২৪ জানুয়ারি ওই হাসপাতাল গুলিতে নার্সিং ট্রেনিং কলেজ গড়ে তোলার জন্য আগ্রহী বেসরকারি সংস্থার কাজ থেকে দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া শুরু হবে। তার আগে ১৮ জানুয়ারি আগ্রহী সংস্থাগুলিকে স্বাস্থ্যভবনে আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছে। আপাতত স্থির হয়েছে, প্রথমে এককালীন ১০ বছর এবং পরে বড়জোর তিনটি নবীকরণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৩৩ বছর এ ভাবে বেসরকারি সংস্থা ভাড়ায় নার্সিং কলেজ চালাতে পারবে। এতে সরকারি হাসপাতালের পরিষেবার বহর ও মান, দুয়েরই উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অরাজকতা বজায় রাখতে মন্ত্রীকে 'গো ব্যাক' স্লোগান, বিরোধীদের কটাক্ষ কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার হাওড়ার বালিতে দলীয় কর্মসূচিতে এসে সন্দেশখালি কাণ্ডে বিরোধীদের কটাক্ষ করেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। রবিবার শেখ শাহজাহান ও তার ঘনিষ্ঠদের গ্রেপ্তারির দাবিতে ফের সোচ্চার হন সন্দেশখালির মহিলারা। পুলিশে ছয়লাপ বেড়মজুর। এরইমধ্যে জনরোষের ভয়ে সিভিকের বাড়িতে লুকিয়ে তৃণমূল নেতা অজিত মাইতি। যদিও প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে অন্যের বাড়িতে বন্দি থাকার পর অবশেষে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা অজিত মাইতিকে আটক করে পুলিশ। অন্ধকারে ঘুপচি গলি দিয়ে অজিতকে বার করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্য দিকে, সন্দেশখালি পৌঁছে 'কেউ অত্যাচার করলে পাশে নেই দল। পদ থেকে সরানো হয়েছে অজিতকে', মন্তব্য করেন পার্থ ভৌমিক। যদিও মন্ত্রীকেও 'গো ব্যাক' স্লোগান লেখা পোস্টের দেখানো হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কুনাল বলেন,' এটা বহিরাগত বিরোধী রাজনৈতিক দলের মদতেই কিছু এলাকাতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে এই ধরণের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। যদিও মন্ত্রীকে কেউ স্লোগান দেয় নি, শুধু মহিলাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া পোস্টার দেখানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সংবেদনশীল বলেই মন্ত্রীকে পাঠিয়েছেন। এখন মন্ত্রীকেও যদি 'গো ব্যাক' বলা হয়, তাহলে তারা নিশ্চিত অরাজকতা চালানোর জন্য করা হচ্ছে।' এছাড়াও নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরের মতো সন্দেশখালীর আন্দোলন বলে বিরোধীদের প্রচারকে কটাক্ষ করে কুনাল বলেন, 'নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরের আন্দোলন বাম সরকারের জমি অধিগ্রহণ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল। আর সন্দেশখালিতে কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভিযোগ, দুটো সম্পূর্ন আলাদা।' এছাড়াও আগামী ১০ মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ব্রিগেডের ডাক দেওয়া হয়েছে বলেও জানান কুনাল ঘোষ। উল্লেখ্য দীর্ঘ দিন পর হয়ে গেলেও এখনও অধরা রয়েছে সন্দেশখালি কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান।

শাহজাহানকে বাঁচাতে সেচমন্ত্রী সন্দেশখালি ছুটছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদে রবিবার সন্ধেয় সিপিএমের নৈহাটি এরিয়া কমিটির তরফে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল।মিছিলে যোগ দিয়ে সিপিএমের নৈহাটি এরিয়া কমিটির সম্পাদক দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শেখ শাহজাহানকে বাঁচাতে নৈহাটির বিধায়ক তথা সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক সন্দেশখালি ছুটছেন। কারণ, সন্দেশখালির পয়সা সেচমন্ত্রীও খাচ্ছেন। শাসকদলের কেউ পরিষ্কার নন। তাঁর দাবি, চোরেরা চোরদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু চোরদের ঠিকানা হবে জেল।' সিপিএম নেতার সংযোজন, তৃণমূল চোরদের তৈরি সরকার। তাই এই সরকার চোরদের গ্রেপ্তার করে না। শেখ শাহজাহানের ভেড়ির টাকা তৃণমূল নেতাদের পকেটেও যেত। সেইজন্য শেখ শাহজাহান ও তাঁর ভাই সিরাজ গ্রেপ্তার হয় না। এদিনের মিছিল থেকে শেখ শাহজাহান ও তাঁর ভাই সিরাজকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সোচ্চার হলেন বাম কর্মীরা। সেইসঙ্গে প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দারকে নিঃশ্ব শর্তে মুক্তির দাবিতে তারা সরব হলেন।

কটাক্ষ সিপিএম নেতা দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মন্মথপুরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের 'প্রণব-রথের' যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ১২৯ তম শুভ আবির্ভাব তিথি ও মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপের রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সাড়ম্বরে পালিত হল প্রণব রথযাত্রা মহোৎসব। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের উদ্যোগে এই বিশেষ রথযাত্রা এবছর নবম বর্ষে পদার্পণ করেছে। রথযাত্রা ছিল বেশ দৃষ্টিনন্দন। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ৮টি দেব-দেবীর জীবন্ত প্রতিরূপ, ২১টি হরিনামের দল, ২১টি মহিলা ঢাকি, ৫০টি ব্রতচারী স্কুল ছাত্র ছাত্রী ও ৩১জন আদিবাসী মায়েদের নৃত্য, ব্যান্ড সহ অগণিত ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এই প্রণব রথের মহারথী হিসাবে রাখা হয় আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ ও সারথী স্বয়ং ভগবান শিবের মুর্তি । স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের ১২৯ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে ১২৯টি ধূনাচি, ১২৯টি শঙ্খ ধ্বনি ও ১২৯টি মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সঙ্ঘ সন্ন্যাসী ও গুণীজনের নেতৃত্বে মন্মথপুর হিন্দু মিলন মন্দির থেকে রবিবার সন্ধ্যায় প্রনব রথের যাত্রা শুরু হয়। তারপর ধীরে ধীরে বাঁশতলা কালনাগিনী নদীঘাট, মা মনসা মন্দির, মন্মথপুর প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির, বিজননগর শিতলা-বিশালাদী মন্দির হয়ে নানা ট্যাবলো দিয়ে সুসজ্জিত রথ গ্রামের মধ্যে দিয়ে সুদীর্ঘ পাঁচ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে।

মহিলা পুলিশকর্মীকে চড়, ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সালকিয়া শীতলামাতার স্নানযাত্রার দিনের একটি ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয় লিলুয়া থানা এলাকাতে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে একজন পুরুষ ও মহিলা পুলিশ কর্মী কথা বলছেন। আচমকাই ওই পুরুষ কর্মী, মহিলা পুলিশ কর্মীকে প্রকাশ্যেই চড় মারেন। দু'জনেই কর্তব্যরত। পুলিশের পোশাক পরা অবস্থাতে ও একজন মহিলাকে এভাবে প্রকাশ্যে চড় মারাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই পুলিশের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন সাধারণ মানুষ। যদিও বিষয়টি নিয়ে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় নি। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন এভাবে কর্তব্যরত অবস্থায় একজন পুরুষ সহকর্মীর থেকে যদি মহিলা পুরুষ কর্মী আক্রান্ত হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কাদের হাতে সুরক্ষিত থাকবে! তবে ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন'।

রামলালার প্রসাদ এল নবদম্পতি রাকুল ও জ্যাকির জন্য!

নিজস্ব প্রতিবেদন: নববিবাহিত দম্পতির জন্য রামমন্দির থেকে এল রামলালার প্রসাদ। ২১ ফেব্রুয়ারি গোয়ায় সাত পাকে বাঁধা পড়েছেন রাকুলপ্রীত সিং ও জ্যাকি ভাগনানি। তারকাজুটির বিয়েতে হাজির ছিল বলিউডের একাংশ। এবার নবদম্পতির জন্য অযোধ্যা থেকে এল বিশেষ উপহার।

গোয়ায় বিয়ে করে মুম্বইতে পা রেখে মিষ্টি বিলি করেছেন রাকুলপ্রীত সিং এবং জ্যাকি ভাগনানি। এবার তাঁদের জন্যই রামমন্দির থেকে এল রামলালার প্রসাদ। এবার তাঁদের জন্যই নবপরিণীতা অভিনেত্রী নিজেই সেই প্রসাদী বাক্সের ছবি শেয়ার করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। গেরুয়া রঙের বাক্সে রাখা রুপোর কয়েন, তামার তৈরি রামমন্দিরের ছোট্ট রেপ্লিকা এবং প্রসাদ। রাকুলপ্রীত এবং জ্যাকি ভাগনানি দু'জনেই ধরে রয়েছেন সেই বাক্স। ধন্যবাদ জানিয়ে রাকুলপ্রীত লিখেছেন, বিয়ের পরই অযোধ্যা থেকে পাঠানো প্রসাদ পেয়ে আশীর্বাদধন্য হলাম। দু'জনের পথচলার শুরুতেই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। বিয়ের অনুষ্ঠান শুরুর আগেও রামমন্দিরের রেপ্লিকা রথে জোড়ায় পুজো দিয়েছিলেন রাকুল প্রীত-জ্যাকি। সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরেও গিয়েছিলেন রূপোর ট্রে হাতে। বলিপাড়ার নব বিবাহিতদম্পতির ধর্ম-কর্ম দেখে এবার অযোধ্যা থেকে রামলালর প্রসাদ এল। রাকুলপ্রীত-জ্যাকির বিয়ের অনুষ্ঠানে গোয়ায় গিয়েছিলেন অনন্যা পাণ্ডে, আদিত্যা রায় কাপুর, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী নাতাশা দালালকে নিয়ে বরুণ ধাওয়ান, শিল্পা শেট্টি, রাজ কুন্দ্রা, ভূমি পেড়নেকর থেকে অক্ষয় কুমার, টাইগার শ্রফরা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৩ ফাল্গুন ১৪৩০ সোমবার

আগুন লাগল আনন্দপুরের ঝুপড়িতে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার বিশেষ রোবট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড আনন্দপুরের ঝুপড়িতে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আশপাশ। সেই সঙ্গে বিস্ফোরণের শব্দ হয় বলেও সূত্রের খবর। সব মিলিয়ে রবিবার রীতিমতো আতঙ্ক ছড়াল আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডকে কেন্দ্র করে। দমকলের ১০টি ইঞ্জিন কয়েক ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন নেভাতে রাজ্য দমকলের পক্ষ থেকে প্রথম বার ব্যবহার করা হয় মাল্টি ডাইমেনশনাল রোবট।

জানা গিয়েছে , রবিবার বেলা ১১টা নাগাদ আচমকাই বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। তার পরই বাইপাসের ধারে ঝুপড়িতে আগুন জ্বলতে দেখেন স্থানীয়রা। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা প্রায় গোটা ঝুপড়িকে গ্রাস করে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় বাইপাস সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। কাছেই একটি বেরসরকারি হাসপাতাল। শব্দ পেয়ে সেখান থেকেও লোকজন বেরিয়ে আসেন। একের পর এক জোরালো শব্দ পাওয়া যায়। স্থানীয়দের অনুমান, ঝুপড়িতে থাকা সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটায় ওই শব্দ। খবর পেয়ে একে

ঝুপড়ির আগুন নেভাতে ব্যবহার হল বিশেষ রোবট।

আগুন গিলে নিয়েছে সর্বস্ব। হাহাকার। ছবি: অদিতি সাহা

একে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান স্থানীয়রাও। আনা হয় বিশেষ রোবট। এই রোবটের চাকাতে লাগানো আছে ট্যাঙ্ক এর মত ক্যাটারপিল্লার বেল্ট। ফলে যে কোনও জায়গায় যেতে পারে সেটি। উঁচু নিঁচু অসমান জায়গায় যেতে পারে রোবটটি। দু'টি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে এর ভিতরে। সেই ক্যামেরা দেখে আগুন চিহ্নিত করা যায় দূর থেকেও। সেই অনুযায়ী রোবট জল দেয়। হোসের পাশাপাশি ফায়ার জেটেরও কাজও করে এটি।

কীভাবে ওই ঝুপড়িতে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শোনা যাচ্ছে, অন্তত ৫০টি ঝুপড়ি ঘর, দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে আগুনের লেলিহান শিখায়। এদিকে, চোখের সামনে বাসস্থানে অগ্নিকাণ্ড মাথায় হাত ঝুপড়িবাসীর। কান্নাকাটির রোল। আগুনের গ্রাস থেকে শেষ সম্বলটুকু বাঁচাতে ব্যস্ত স্থানীয়রা।

মেয়ের বিয়ের টাকা থেকে দুর্দিনের জন্য অল্প অল্প করে টাকা জমাচ্ছিলেন এক মহিলা। আগুনে চলে গিয়েছে সব। এদিন আগুন নিভতেই পোড়া জায়গার মধ্যেই হন্যে হয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজছিলেন বস্তিবাসী। কোনও প্রাণহানি না হলেও, পোষ্য কুকুর মারা যাওয়ায় শোকগ্রস্ত একটি পরিবার। আচমকা লাগা একটা আগুন জীবন যে এক নিমেষে এলোমেলো করে দিয়েছে তা বুঝে উঠতেই পারছেন না অনেকে। কী করে ঘুরে দাঁড়াবেন, সেই ভাবনা ঘুরছে।

‘নিজ ভূমি নিজ গৃহ’ প্রকল্পে জমি, নয়তো সরাসরি বাড়ি দেবে রাজ্য

রাজ্যের সমস্ত পুরসভা, শহর, শহরতলি ও মফস্বল এলাকায় বসবাস করা আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষদের মুখে হাসি ফোটাতে এবার তাঁদের ‘নিজ ভূমি নিজ গৃহ’ রাজ্য সরকার। এই সব মানুষদের মধ্যে যাদের নিজেদের বাড়ি নেই তাঁদের হয় রাজ্য সরকার জমি দেবে বাড়ি নির্মাণের জন্য অথবা তাঁদের হাতে সরাসরি বাড়ির চাবি তুলে দেবে। তবে আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষ বলতে এক্ষেত্রে চিহ্নিত হবেন তাঁরাই যারা সরকারের কাছে খাতায় কলমে ইকোনমিকালি উইকার সেকশন বা ই ডব্লিউ এস তালিকাভুক্ত হয়ে আছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনের আগে বড় সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। রাজ্যের সমস্ত পুরসভা, শহর, শহরতলি ও মফস্বল এলাকায় বসবাস করা আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষদের মুখে হাসি ফোটাতে এবার তাঁদের ‘নিজ ভূমি নিজ গৃহ’ রাজ্য সরকার। এই সব মানুষদের মধ্যে যাদের নিজেদের বাড়ি নেই তাঁদের হয় রাজ্য সরকার জমি দেবে বাড়ি নির্মাণের জন্য অথবা তাঁদের হাতে সরাসরি বাড়ির চাবি তুলে দেবে। তবে আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষ বলতে এক্ষেত্রে চিহ্নিত হবেন তাঁরাই যারা সরকারের কাছে খাতায় কলমে ইকোনমিকালি উইকার সেকশন বা ই ডব্লিউ এস তালিকাভুক্ত হয়ে আছেন। এদেরই মাথার ওপর পাকা ছাদের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে দেওয়া হবে পুরোপুরি রাজ্য সরকারের টাকাতেই। সরকারি খাস জমি কিংবা বিভিন্ন দপ্তরের হাতে থাকা জায়গা তুলে দেওয়া হবে ওই ভূমিহীনদের হাতে। কোথাও তেমন সুযোগ না থাকলে বিকল্প আবাসনের ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ই ডব্লিউ এস তালিকাভুক্তদের মধ্যে যাদের নিজেদের বাড়ি নেই তাঁদের মাথার ওপর পাকা ও নিজস্ব ছাদ করে দিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তাঁর নির্দেশেই এই প্রকল্পটির বাস্তবায়নে একটি মন্ত্রিগোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে। সেই মন্ত্রিগোষ্ঠীতে রয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। সেই মন্ত্রিগোষ্ঠীই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে রাজ্যের সব পুর এলাকায় ভূমিহীন মানুষদের জমি দেবে সরকার। আর যেখানে জমির দাম বেশি কিংবা একলপ্তে বড় এলাকা পাওয়া মুশকিল, সেখানে গড়ে দেওয়া হবে আবাসন। কলকাতা, হাওড়া, বিধাননগর সহ একাধিক জায়গায় নিজস্ব খরচে বহুতল গড়ে দেবে রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও জঙ্গলমহল এলাকায় সরকারি জমি তুলে দেওয়া হবে ভূমিহীনদের হাতে। তার জন্য জেলাশাসকের অধীনে থাকা ভূমি বণ্টন কমিটি প্রতিটি জেলায় এমন জমি চিহ্নিত করবে। সেব্যাপারে যাবতীয় তথ্য দেওয়া হবে প্রশাসনকে।

নবান্নের আধিকারিকদের দাবি, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আইনে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষরাই এই জমি কিংবা বাড়ি দেওয়া হবে। সরকারের কাছে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য জেলাস্তরে আবেদন করতে হবে তাদের। তারপর সেই আবেদন খতিয়ে দেখবে জেলার স্ক্রিনিং কমিটি। এরপরে বিভিন্ন ধাপে যাচাই করার পর গৃহীত হবে সেই আর্জি। খাস কিংবা বিভিন্ন দফতরের হাতে থাকা জমির পাট্টা-অধিকার ভূমিহীন মানুষদের হাতে তুলে দেবে রাজ্য। তবে কোথাও তেমনটা সম্ভব না হলে থাকবে ফ্ল্যাটের বন্দোবস্ত, যার ন্যূনতম মূল্য ধার্য হয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। সেটির মালিকানা তুলে দেওয়া হবে আবেদনকারীর হাতে। ভূমিহীন মানুষদের দিয়ে সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। এটি আগামী দিনে বাংলাকে দেশের মধ্যে মডেল হিসেবে তুলে ধরবে।

গৌরীপুর জুটমিল খোলা নিয়ে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে

অভিযোগ বিজেপির শ্রমিক সেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে বন্ধ নৈহাটির গৌরীপুর জুটমিল। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের ঘরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মিলটি খোলার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেদিন নৈহাটির বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিকও উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। যদিও ভগ্নদশায় পরিণত সেই মিল খোলা নিয়ে মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছেন রাজ্যের মন্ত্রীরা, এমনটাই অভিযোগ বিজেপির শ্রমিক সেলের। রবিবার প্রধানমন্ত্রীর ১১০ তম ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের ১১০ তম পর্ব নৈহাটির হাজিনগর জুটমিল গেটে ডিজিটাল মাধ্যমে দেখানোর ব্যবস্থা করেছিল বিজেপি ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশন সেল। সেই অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে রিলেশন সেলের কো-কনভেনার অরিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, গৌরীপুর জুটমিল নিয়ে মিথ্যা কথা বলছেন রাজ্যের মন্ত্রীরা। কারন, গৌরীপুর জুটমিল লিকুইডেশনে চলছে। এভাবে বন্ধ মিল কখনও খোলা যায় না। তাঁর আরও অভিযোগ, জুটমিল শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ নিয়ে শাসকদলের শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে চলেছেন। অন্য দিকে বিজেপির রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক উত্তম অধিকারী বলেন, ‘তৃণমূল সরকারের আমলে শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক বিষয়।’ তাঁর আশা, বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার ক্ষমতায় এলে শিল্পাঞ্চলের হাল অনেকটাই বদলে যাবে। এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিভাগীয় কনভেনার কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলার সাধারণ সম্পাদক ও সম্পাদক যথাক্রমে রূপক মিত্র ও কুন্দন সিং, যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী, বিজেপি নেতা বিট্টু জয়সওয়াল প্রমুখ।

নতুন শিক্ষাবর্ষে কলেজে ভর্তিতে অভিন্ন পোর্টাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন শিক্ষাবর্ষে কলেজগুলোতে স্নাতক স্তরে পড়ুয়া ভর্তির জন্য অভিন্ন পোর্টাল চালু হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির কাজ চলছে বলে জানালেন শিক্ষা সচিব মণীশ জৈন।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আগেই জানিয়েছিলেন, রাজ্যের সব কলেজে স্নাতক স্তরে পড়ুয়া ভর্তির জন্য অভিন্ন পোর্টাল এ বছর থেকেই চালু করার বিষয়ে তিনি আশাবাদী। সেই কথা এবার শোনা গেল শিক্ষা সচিবের মুখেও।

শনিবার একটি অনুষ্ঠানে স্নাতকে ভর্তির অভিন্ন পোর্টাল নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মণীশ জৈন বলেন, ‘গত বছর শেষ মুহূর্তে আমরা চার বছরের স্নাতক কোর্স চালু করেছিলাম। ফলে, সিট ম্যাট্রিক্সটা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। তাই আমরা ভেবেছিলাম, শেষ মুহূর্তে না করে, আমরা ভালো করে তৈরি করে পরের শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু করব।’

প্রসঙ্গত, গত বছর অভিন্ন পোর্টালের মাধ্যমে রাজ্যের সব কলেজে স্নাতক স্তরে পড়ুয়া ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল উচ্চশিক্ষা দপ্তর। এই সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছিল রাজ্যের মন্ত্রিসভাও। কিন্তু, অভিন্ন পোর্টালটি তিন বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে চার বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রম চালু হতেই তৈরি হয়েছিল জটিলতা। কারণ, অভিন্ন পোর্টালে চার বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে যথেষ্ট সময় লাগত। সে কারণেই শেষ মুহূর্তে অভিন্ন পোর্টালের মাধ্যমে স্নাতকে পড়ুয়া ভর্তির সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটেছিল উচ্চশিক্ষা দপ্তর।

আইনজীবী বৌমার অভিযোগ পেয়েই বৃদ্ধার বিরুদ্ধে এফআইআর

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে চার্জশিট খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৮২ বছরের বৃদ্ধা শাশুড়িকে মারধর, হেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছিল বৌমার বিরুদ্ধে। বৌমা পেশায় আইনজীবী। অভিযোগ, পুলিশ তা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ না করে উলটে ওই মহিলা আইনজীবীর অভিযোগের ভিত্তিতে বৃদ্ধার বিরুদ্ধেই এফআইআর দায়ের করে। মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। শুনানির সময় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নিয়ে প্রশ্ন তুলে এফআইআর ও চার্জশিট খারিজ করে দিলেন বিচারপতি শম্পা দত্ত।

আদালতের পর্যবেক্ষণে বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের মন্তব্য, ‘পুলিশ তার দায়িত্ব নিরপেক্ষতার সঙ্গে পালন করেনি। শুধুমাত্র মহিলা আইনজীবী বলে, প্রাথমিক অনুসন্ধান না করেই তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর করে চার্জশিট জমা দিয়েছিল।’ মামলাকারীর আইনজীবী আশিসকুমার চৌধুরী জানান, সোনারপুরের বাসিন্দা অনুপম সর্দার ও তাঁর স্ত্রী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মী। বাড়িতে দাদা বৌদি, ছোট বোন এবং ৮২ বছরের বয়স্কা মা। অভিযোগ, পারিবারিক সম্পত্তি বিবাদের জেরে দাদা ও বৌদি অনুপমবাবুর পরিবার ও তাঁর বৃদ্ধ মা এবং ছোট বোনকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করে। এ বিষয়ে তিনি একাধিকবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলে দাবি মামলাকারীর। উল্টে তাঁর ৮২ বছরের বৃদ্ধা শাশুড়ি-সহ পরিবারের চার সদস্যের বিরুদ্ধে মারধর ও নির্যাতনের অভিযোগে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহিলা আইনজীবী। শুধুমাত্র আইনজীবী হওয়ায় বারুইপুর থানার পুলিশ কোনও অনুসন্ধান না করেই এফআইআর করেছে। শুধু তাই নয়, আরও অভিযোগ, কোনওরকম তদন্ত না করেই থানার মধ্যেই সাক্ষী নিয়ে চার্জশিট ফাইল করে দেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে মামলা গড়ায় হাই কোর্টে।

আত্মরক্ষায় প্রতিটি মেয়ের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আত্মরক্ষায় দেশের প্রতিটি মেয়ের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিত। রবিবার ব্যারাকপুর চক্রবর্তী পাড়া দুর্গাবাড়ি প্রাঙ্গণে অল বেঙ্গল ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রিত ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং জানালেন এমনটাই। এদিন তিনি বলেন, কচিকাঁচাদের উৎসাহ দিতে তাঁর এখানে আসা। বিশেষত, মেয়েদের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নেওয়া দরকার। সেই প্রতিযোগিতায় এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান উত্তম দাস, কাউন্সিলর শুভ্রকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ক্রীড়াপ্রেমীরা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২০০ জন প্রতিযোগী ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

অপরদিকে এদিন লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের উদ্যোগে ‘সংকল্প’ সংস্থার সহযোগিতায় ইন্টার ব্যারাকপুর প্রাইমারী স্টুডেনস স্পোর্টস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত প্রতিযোগিতায় হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং, পুরপ্রধান উত্তম দাস, সিআইসি রাজা পাসোয়ান-সহ বিশিষ্ট জনেরা। ক্যারাটে অ্যান্ড যোগা মার্শাল অফ মেমোরিয়াল আর্ট এর শিক্ষক শান্তনু ভাদুড়ির উদ্যোগে হয় এই ক্যারাটে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ। এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বাংলা থেকে মালয়েশিয়া যাবে ৮ জন।

মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি পিছু ছাড়ছে না এখনই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্বাভাস ছিল। সেই মতোই রবির সকাল শুরু হয়েছিল মেঘলা আকাশে। সঙ্গে দমকা হাওয়া। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গেও রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলির পাশাপাসি উপকূলবর্তী জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলাগুলিতে। তবে বৃষ্টির জন্য তাপমাত্রার বড়সড় কিছু পরিবর্তন হবে এমনটা কিন্তু বলছে না মৌসম ভবন। অল্প বিস্তর বৃষ্টি মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে বলে ইঙ্গিত দিচ্ছে হাওয়া অফিস। উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাথাচাড়া দিয়েছে একটি বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত। ছত্তিসগঢ়ের উপরেও রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। তার কিছুটা প্রভাব পড়ছে বাংলায়।

একসঙ্গে হাওয়া অফিস এও জানাচ্ছে সোমবার একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে উত্তম-পশ্চিম ভারতে। তাই শীতের আশা আর নেই বললেই চলে।

রবিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি।

সল্টলেকে গেস্ট হাউজে পুলিশের হানা, দেহ ব্যবসার অভিযোগে ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাড়ি বদলে হয়েছিল গেস্ট হাউস। সেই গেস্ট হাউসে বিগত এলাকাবাসীদের অভিযোগ, কয়েকদিন ধরে প্রচুর অচেনা ছেলে-মেয়েদের আনাগোনা চোখে পড়েছিল তাঁদের। খবর গিয়েছিল পুলিশে। পুলিশ হানা দিতেই জানা গেল, গেস্ট হাউসেই রমরমিয়ে চলছিল দেহ ব্যবসা। এই ঘটনায় গেস্ট হাউসের ম্যানেজার-সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করে বিধাননগরের গোয়েন্দা শাখা ও পূর্ব থানার পুলিশ। উদ্ধার করা হয় তিন তরুণীকে।

বিধান নগর পূর্ব থানার পুলিশ জানাচ্ছে, বেশ কিছুদিন ধরেই সল্টলেকের বি জে ব্লকের ৩০১ নম্বর বাড়ি নিয়ে নানা অভিযোগ আসছিল। রাতারাতি সেটিকে গেস্ট হাউসেরও রূপ দেওয়া হয়েছিল। সেই খবরের ভিত্তিতেই শনিবার রাতে আচমকা হানা দেয় পুলিশ। দেখা যায় সেই সময় গেস্ট হাউসে রয়েছেন তিন জন পুরুষ ও তিন জন যুবতী। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। মধুচক্রের গন্ধ পেয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ম্যানেজারকেও। কিন্তু, ঠিকঠাক উত্তর না দিতে পারায় শেষ পর্যন্ত গেস্ট হাউসের ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সঙ্গে গেস্ট হাউসে থাকা তিন কাস্টমারকেও গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার করা হয় তিন তরুণীকে। রবিবারই ধৃতদের বিধাননগর কোর্টে তোলা হবে বলে খবর। ঘটনার খবর চাউর হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়।

কবরের অধিকার পেতে ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষের দ্বারস্থ আর আহমেদের নাতনি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভিযোগ, মেয়রকে বলে কাজ হয়নি। পদ্মভূষণে সম্মানিত প্রয়াত চিকিৎসক রফিউদ্দিন আহমেদের কবরের মালিকানা ফিরে পেতে এবার আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষের দ্বারস্থ হলেন নাতনি। সূত্রের খবর, অধ্যক্ষ তপনকুমার গিরি বিষয়টির মধ্যস্থতা করতে স্বাস্থ্য ভবনের দ্বারস্থ হচ্ছেন। শিয়ালদহে ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালটি প্রয়াত চিকিৎসক আর আহমেদের নামেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৫ সালে পার্ক সার্কাসের তিন নম্বর গোবরা কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছিল চিকিৎসককে। ১৯৭৫ সালে সেই জমি সংলগ্ন জায়গায় সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি আলতামাস কবীরের এক আত্মীয়কে কবর দেওয়া হয়েছিল। রফিউদ্দিন আহমেদের নাতনি জারিনা আলিয়া নিজেও আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজের চিকিৎসক।

জারিনার বক্তব্য, তাঁর দাদুকে কবর দেওয়ার জন্য পুরসভার থেকে জায়গা কেনা হয়েছিল। তার প্রামাণ্য নথিও আছে। তাঁর অভিযোগ, ‘তা সত্ত্বেও আমার দাদুর কবরের উপর আলতামাস কবীরের আত্মীয়ের নামফলক রয়েছে!’ ক্ষুব্ধ জারিনার আরও অভিযোগ, ‘পুর কর্তৃপক্ষ মুখে বলছেন, প্রামাণ্য নথি দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু দাদুর কবরের

জায়গা কেনার কাগজ আমাদের কাছে থাকলেও পুরসভা কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছে না।’ এ বিষয়ে অধ্যক্ষ তপনকুমার গিরি বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে এখনই কিছু বলতে চাইছি না।’ আগামী বছর প্রয়াত চিকিৎসকের ৬০তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে চান পরিবারের সদস্যেরা। জারিনা বলেন, ‘দাদুর কবরে আমরা নামফলক বসাতে চাই। অনেকে দাদুকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কবরে নামফলকের বিভ্রান্তিতে দিশাহারা হয়ে যান।’

প্রসঙ্গত, ‘টক টু মেয়র’ অনুষ্ঠানে সমস্যার কথা ফিরহাদ হাকিমকে পরিবার জানিয়েছিলেন বলেও জানা গিয়েছে। অভিযোগ, আশ্বাস মিললেও কাজ হয়নি। আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রের খবর, চিকিৎসক থেকে পড়ুয়া সকলেই চাইছেন, রফিউদ্দিন আহমেদের কবরে নামফলক লাগানোর ব্যবস্থা করুক কলকাতা পুরসভা। মেয়র বলেন, ‘একই জায়গায় দু'টি পরিবারের সদস্য কবরের মালিকানা আছে বলে দাবি করছেন। কী করা যায়, সেটাই দেখছি।’

সন্দেশখালির পরিস্থিতিতে সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত, দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি সন্দেশখালির ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রবিবার কলকাতায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন,সন্দেশখালির পরিস্থিতিতে সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত। শাহাজাহানের গ্রেপ্তার এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ছাড়া সন্দেশখালির পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না। রবিবার সকালে দিল্লি থেকে ফিরে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘শাহজাহান এবং তাঁর বাহিনী সন্দেশখালিতে না লোকসভা না বিধানসভা কিংবা গত পঞ্চায়েত ভোটেও মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি।’

শুধু সন্দেশখালি নয়, হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা, বাসন্তী সহ বিস্তীর্ণ সুন্দরবন এলাকায় বিশেষ করে হিন্দু ভোটারদের গা-জোয়ারি করে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি বলেও এদিন দাবি করে শুভেন্দুর আরও অভিযোগ, ‘ভোটের দিন শুধুমাত্র আঙুলে কালি লাগিয়ে দেওয়া হত।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন করতে দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র জমি লুট বা ভোট লুট করাই নয়, গণতন্ত্র লুট করাই শুধু নয়। প্রধানমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত প্রকল্প গরিব মানুষদের জন্য রাজ্যে পাঠিয়েছেন সব লুট করেছে শাহজাহানেরা।’

এদিকে সন্দেশখালি যাওয়ার জন্য গঠিত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির সদস্যদের পুলিশের বাধা দান প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘সন্দেশখালিতে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার ব্যর্থ তাই বাধা দিয়েছে।’

সম্পাদকীয়

ব্যবস্থার পরিবর্তনেই সমাজ দুর্নীতিমুক্ত হবে

শুধু নিয়োগ দুর্নীতি নয়, ভারতে যত বড় বড় দুর্নীতি বা কেলেঙ্কারি হয়েছে, সেগুলির শেষ কিনারায় কি সিবিআই ঢুকতে পেরেছে? বফর্স কেলেঙ্কারি, কফিন কেলেঙ্কারি, মধ্যপ্রদেশে ব্যপম, রাজস্থানে খনি, ছত্তীসগড়ে রেশন নিয়ে কেলেঙ্কারি, গুজরাতে পেট্রোলিয়াম দুর্নীতি, এমনকি পশ্চিমবঙ্গে সারদা, নারদ, বেঙ্গল ল্যাম্প, ট্রেজারি, জাল মার্কশিট-সহ নানা কেলেঙ্কারির সঠিক তদন্ত কি আজও শেষ হতে পেরেছে? দুর্নীতি কখনও দু'-এক জনের সংযোগে ঘটে না। একটা বিশাল চক্র কাজ করে। তার শিকড় অনেক গভীরে। এই চক্র সমূলে উপড়ে ফেলার সাধ্য কি সত্যিই আছে সিবিআই-এর মতো সংস্থার? হ্যাঁ, জনগণকে কিছুটা ঠান্ডা করার জন্য মাঝেমধ্যে কেঁচো ধরতেই হয়। কিন্তু কেঁচো ধরতে গিয়ে কেউটে ধরা পড়বে, এমন আশা বৃথা। সবাই সত্যেন দুবের মতো 'বোকা' নন। এই ব্যবস্থায় আইন কি সবার জন্য সমান? যারা জনগণের কয়েক লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে মেরে দিল, তারা কেউই শাস্তি পেল না। আইন কেবল আইনের পথেই চলে না, প্রভাবশালীর অঙ্গুলি হেলনেও চলে। তা না হলে বিলকিস বানোর ধর্ষক ও খুনিদের মুক্তি হত না, বহু দাগী আসামি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াত না। জনগণের টাকা মেরে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতেন না প্রভাবশালীরা। আবার, অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে বছরের পর বছর জেলের ঘানি টানতে হত না। যে ব্যবস্থা দুর্নীতির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোনও তদন্ত সংস্থা তার নিরসন করতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ দুর্নীতি যতক্ষণ না আমাদের মনের শিকড় থেকে উপড়ে ফেলা যাবে, ততক্ষণ তা চলতেই থাকবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে তা কেবল রূপ পরিবর্তন করবে বারবার। তাই দরকার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। অন্যথা কোনও কিছু করা সম্ভব নয়। মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটাতেই হবে। ব্যবস্থার পরিবর্তন না করে সমাজকে কোনও মতেই দুর্নীতিমুক্ত করা যাবে না।

আনন্দকথা

গৃহস্থ ও পিতার কর্তব্য

শ্রীরামকৃষ্ণ — প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজকর্ম নাই। বলে, আমি এখানে থাকব। শুনলাম, মাগছেলে সব শ্বশুরবাড়িতে রেখেছে। অনেকগুলি ছেলেপিলে। আমি বকলুম, দেখ দেখি ছেলেপিলে হয়েছে; তাদের কি আবার ও-পাড়ার লোক এসে খাওয়াবে-দাওয়াবে, মানুষ করবে? লজ্জা করে না যে, মাগছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের শ্বশুরবাড়ি ফেলে রেখেছে। অনেক বকলুম, আর কর্মকা খুঁজে নিতে বললুম। তবে এখান থেকে যেতে চায়।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

লীলা মজুমদার

১৯০৮ *বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের জন্মদিন।*
১৯২২ *বিশ্বের চলচ্চিত্রাভিনেতা মনমোহন কৃষ্ণার জন্মদিন।*
১৯৯৪ *বিশিষ্ট কুস্তিগীর বজরং পুনিয়ার জন্মদিন।*

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব বিরচিত নামের মহিমা

'জপিতে জপিতে নাম লভিবে আনন্দ।
পুলকে অলোকে সব ঘুচে যাবে দ্বন্দ্ব।।
বৈখরী লইয়া যাবে মধ্যমার কাছে।
সাত্ত্বিক সকল ভাব সেইখানে আছে।।
কন্টকিত হবে দেহ চোখে র'বে ধারা।
কহে দাস সীতারাম হবে আত্মহারা।।
অনাহত অনাহত নাদ পাবে তুমি।
আলোক মাঝারে ডুবে রবে দিবাযামী।।
জপিতে জপিতে নাম পশ্যন্তী লভিবে।
ইষ্ট দরশন করি ধন্য হয়ে যাবে।।
খুলিবে সুষুম্নাদ্বার মন্ত্র হবে লয়।
প্রণব করিবে খেলা হয়ে নাদময়।।
শুনিতে শুনিতে নাদ পরা-তে ডুবিবে।
মহাভাব লভি তুমি আপনা হারাবে।।

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব সন ১২৯৮, ৬ ফাল্গুন, বুধবার, কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে সকাল ৮ টা বেজে ১ মিনিটে মাতুলালয় হুগলী জেলার গঙ্গাতীরবর্তী প্রাচীন পল্লি কেওটায় আবির্ভূত হন। পিতা প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায় মাতা মাল্যবতী দেবী।

আপনি পাপ থেকে দূরে কিন্তু পাপীদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়

মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

আজ অশেষ শ্রদ্ধাভাজন পরমপ্রীতিনিলয় শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ বাবাজীর শুভ জন্মোৎসবের দিন। আমাদের পরম সৌভাগ্য-সমস্ত বাঙালীর সমগ্র ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে আজ আমাদের মধে এমন একজন মহাপুরুষ প্রকট আছেন, যিনি বাল্যকাল হইতে মনুষ্যত্বের মহনীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দীর্ঘকাল বৈরাগ্য, তপস্যা ও সাধনার অনুষ্ঠান বলে স্বয়ং সিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছেন এবং অহেতুক মহাকরুণার প্রেরণায় দুঃখমগ্ন জীবগণের উদ্ধারের মহৌষধরূপ শ্রীভগবান্নামের অখণ্ড প্রচারের মহাব্রত ধারণ করিয়াছেন।

ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থানকালে শ্রীভগবানের আবির্ভাব বিষয়ক প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়া আজ পৃথিবীর এই ঘোর সংকটকালে নররূপে শ্রীসীতারামের জন্মোৎসবের অন্তরালে সেই চিন্ময়বিগ্রহধারী শ্রীসীতারামের আবির্ভাব স্মরণ করিতেছি। এই দীন ও মলিন হৃদয়ে ত তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইবার উপকরণভুত কোনই পবিত্র সম্ভার বিদ্যমান নাই। আছে শুধু চিরসঞ্চিত অতৃপ্ত পিপাসা, গভীর বেদনা এ বিরহের তপ্ত অশ্রুমালা। ওঙ্কাররূপী শ্রীওঙ্কারনাথের উদ্দেশ্যে তাহাই আজ অর্পণ করিলাম।

শ্রীশ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এসেছ এ-যুগে তুমি হে ওঙ্কারনাথ বিনির্মল,
তুফানতিমিরলগ্নে ধরিতে তোমার নির্বিচল
প্রত্যয়ের তারাদীপ-ধ্রুব সাধনার রাজপথে
তোমার আশ্চর্য্য নিষ্ঠা সারল্যের পুণ্য শুভব্রতে
দিতে নিরঞ্জন মন্ত্রদীক্ষা। নমি চরণ তোমার
পেয়েছে কত না আর্ত মধুস্পর্শ শিবসান্ত্বনার,
বরিয়া নির্দেশ তব বিলাসের মায়াপ্রলোভন
করেছে সানন্দে জয়তোমার আশিসে চিরন্তন!
চলেছ বিলায়ে তুমি অন্তহীন দেবতাপ্রসাদ
অকৃপণ ঔদার্যে তোমার। কত জিজ্ঞাসু বিষাদ
পারায়ে সুরধুনীর শুনেছে ঝঙ্কার! বেদনায়
জানায়ে নবচেতনা অক্লান্ত কল্যাণসাধনায়
চলেছে দ্বাশীতিবর্ষ হে চিরতরুণ,কাঙালেরে
দিয়ে কোল-ধর্মের ঝলকে তব চমকি ভ্রান্তেরে
দিয়েছ অভ্রান্তিদিশানিস্তারিণী নামসাধনার
বুনিয়া নিরন্ত বীজ কাঁটাবনে বিছায়ে অপার
ভক্তিপ্রেমগোলাপের অনিন্দ্য নন্দন! জীবনের
নাস্তিক সংশয় যত বিদলি' নির্ঝরি' অচিন্ত্যের
অমৃতদীপ্তির নিত্যমহিমার দীপিলে উদ্ভাস
তোমার করুণাস্পর্শ বাহি' কাছে কাছে আসে নীলাকাশ।
প্রেমী তুমি, বীর তুমি হে অমিতবল অকিঞ্চন,
অসংখ্য কৃতজ্ঞ প্রাণ বরে যার সফলসাধন।

হরিকৃষ্ণ মন্দির, পুনা
একটি অনূদিত পত্র

শ্রীমতি ইন্দিরা দেবী

কল্যাণীয়েষু,

একান্ত ও প্রশান্ত, সময়াভাবে তোমাদের এতদিন চিঠি দিতে পারিনি। শুনে সুখী হবে আজ থেকে ঠিক একমাস আগে আমাদের এই আশ্রম ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজের পুণ্যপাদস্পর্শে ধন্য হয়েছে-আজ তোমাদের সেই অবিস্মরণীয় দিনটির কথাই জানাব।

যেদিন ঠাকুর সীতারাম এই আশ্রমে তাঁর প্রথম পুণ্য পাদস্পর্শ দিলেন,সেদিন বারে বারে আমার মীরা বাঈর এই ভজনটির কথাই মনে পড়েছে-"হম ঘর স্বজন আয়ে সখীরী ধন্য হো মীরা গয়ে"-বঁধুহে, আজ আমার ঘরে এসেছেন আমার প্রভু,আমার প্রিয়-মীরা দাসী তাই ধন্য হয়ে গেছে।"

তোমরা বোধহয় জেনে থাকবে যে দাদাজী (শ্রীদিলীপ কুমার রায়) এর আগে কয়েকদিন ধরে ব্রঙ্কাইটিস রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। চিকিৎসকরা তাঁকে চলাফেরা করতে, এমনকি গান গাইতে পর্য্যন্ত নিষেধ করেছিলেন। বৈকালিক আরতির সময়ও তিনি নীচে নামতেন না। এমন সময় এলেন সীতারামের একজন অনচর। সেদিন ২২ নভেম্বর। তিনি খবর দিয়ে গেলেন- " ঠাকুর পুণায় এসেছেন-তিনি দাদাজীর কুশল জানতে চেয়েছেন।" তাঁর কাছেই শুনলুম যে, ঠাকুর সীতারাম সেদিন পুণায় এসেছেন বটে, কিন্তু নানা কাজে তিনি এতই ব্যস্ত আছেন যে, পরের দিনই বৈকালে তিনি পুণা ত্যাগ করে যাবেন, এবং বোধ হয় তাঁর পক্ষে আশ্রমে আসার সময় করে ওঠা সম্ভবপর হবে না।

বুঝতেই পারছ, দাদাজীর কাছে এ খবর পৌঁছুলে, ডাক্তারবাবুদের নিষেধও তাঁকে আটকে রাখতে পারবে না, তাই, ঠাকুর সীতারামের অনুচরটি চলে গেলে, আমি শ্রীকান্ত-ভাইকে তাঁর কাছে একটি নিবেদন জানিয়ে পাঠালুম। শ্রীকান্ত ভাই তাঁকে দাদাজীর অসুস্থতার কথা জানিয়ে, ঠাকুর সীতারামজীকে এই আশ্রমে শুভাগমন করার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলে এল, যদি একান্তই তাঁর অবসর না হয় তবে পরের দিন ভোরে দাদাজী স্বয়ং সেখানে যাবেন-তাতে চিকিৎসকদের সম্মতি থাক বা না-ই থাক।

পরের দিন ২৩ নভেম্বর। কিন্তু দাদাজীকে আর যেতে হল না। স্বয়ং শ্রীশ্রীসীতারামজী এলেন আমাদের এই আশ্রমে। প্রত্যেক সন্ত বা মহাপুরুষই তাঁর নিজের নিজের পথে বড় হয়েছেন-কিন্তু আমার গোপালজীর চেয়ে কেই বড়, আছেন কি? যেখানে যত মহাপুরুষ সন্ত আছেন,তাঁদের মধে দিয়ে যে সেই প্রেমময়েরই মহত্ব ফুটে ওঠে, তাঁরই আলো বিচ্ছুরিত হয় এঁদের মধ্যে দিয়ে। যা বলছিলুম, প্রত্যেক মহাপুরুষই বড়, কিন্তু শিষ্যের কাছে আপন গুরুদেবের চেয়ে বড় আর কেউ নেই। তাই বারে বারে মনে হতে লাগল-ঠাকুর সীতারামের মধ্যে এমন কোন সুধা কোন অমৃত রয়েছে, যা আমাদের বিহ্বল করে দিয়েছে? নিজে নিজেই এর উত্তর পেলুম- এ তাঁর শিশুসুলভ সারল্য, তাঁর ঐশী প্রেম- এ ভালবাসা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এ যেন পার্বত্য ঝর্ণার জলের মত,তাঁর হৃদয়কন্দর থেকে করুণার ধারা আপনা হতেই রেরিয়ে আসছে। এ কথা সত্যি যে, প্রত্যেক মহাপুরুষ সন্তই পরদুঃখকাতর। কিন্তু কৃপা আর প্রেম তো এক জিনিস নয়। কৃপা সে যেন ঝর্ণা-ওপর থেকে গড়িয়ে চলে নীচের দিকে। ঠাকুর সীতারামজীর এ ভাব তাই ঠিক কৃপা নয়। এ যে ক্ষমা, করুণা ও বিশ্বপ্রেমের সংমিশ্রণ- এমনই এক ভালবাসা, এল হ'ল দয়া। প্রেম অন্য জিনিস-তার কোন সীমা নেই, তার কোনও হেতু নেই। এ দেবতার দান -ঐশী উপাদানে গড়া। পরদুঃখকাতরতার উৎস হচ্ছে ভক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তির মনে আর প্রেমের উৎস হচ্ছে স্বয়ং শ্রীভগবানের হৃদয়ে। আমার গোপালজী তাঁর ভক্তদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন তাঁর পরদুঃখকাতরতা, যেমন দ্রৌপদী, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, কুন্তী ইত্যাদি। কিন্তু তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়েছেন গোপীদের-গোপালজী যে তাঁদের ভালবাসতেন।

পরদুঃখকাতরতা হল যেন গঙ্গা থেকে কাটা খাল। সে খাল যদি ঠিকমত জায়গায় কাটা হয়, তবে ঊষর মাটি সরস হয়, দুঃখীর অভাব ঘোচে। কিন্তু প্রেম-সে যেন দুকুলপ্লাবী গঙ্গা-তা শুধু গড়ে তোলে, ভাঙে না।

বরাবরই দাদাজীর এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম দেখলুম ঠাকুর সীতারামজীর মধ্যে। সত্যি বলছি, তাঁর এই শক্তিতে আমি বিহ্বল হয়ে গেছি। কত আর বলব, তাঁর দুটি নয়নে, প্রতিটি কথায়, প্রতিটি ভাবে, এমনকী তাঁর সর্ব্বদেবে এই অপার প্রেম যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল। সেদিন সকালে অল্পক্ষণের মধ্যেই দাদাজী, ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামের আগমন উপলক্ষে বাংলায় একটি সুন্দর গান লিখেছিলেন। গানটি লিখে তিনি উপর থেকে নীচে নেমে এলেন-শিশুসুলভ অধীর আগ্রহে মন্দিরের সামনের পথে পায়চারী করতে লাগলেন। বারে বারে ব্যগ্র হয়ে তাকাতে লাগলেন-কখন তিনি আসবেন? দূর থেকেই মধুর নামকীর্ত্তনের ধ্বনি তাঁর শুভাগমনের দূত হয়ে এল। ঠাকুর সীতারামজী এসে গাড়ি থেকে নামলেন, দু'হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন দাদাজীকে। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য, মা যেমন করে তার হারানো ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তেমনি করে মধুর আলিঙ্গনে দাদাজীকে বুকে টেনে নিলেন ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারাম। মনে হতে লাগল-এ দৃশ্য তো মানুষের দেখবার জন্যে নয়-স্বর্গের দেবতারাও এ মধুর মিলন দৃশ্যে আনন্দিত না হয়ে পারতেন না।এরপর দাদাজী (দিলীপ রায়) তাঁর সেদিনের লেখা গানটি গাইলেন।

এযুগে দেখা দিলে অদেখার আলো নিয়ে,
তোমাকে বন্ধু! সে কোন পূজিব অর্ঘ্য দিয়ে।
যা কিছু নিয়ে ভবে করে জীব মাতামাতি
সে সবই মিথ্যা মায়া তারা নয় চিরসাথী।
তবু এক সঙ্গী আছে মরণের অন্তরালে
তারে সে চিনেছে সেই জিনিল মহাকালে।
তুমি নাথ সেই আলোকের ওপারের বাণী নিয়ে
এলে আজ তোমাকে কোন পূজিব অর্ঘ্য দিয়ে।।

দাদাজী যতক্ষণ গানটি গাইছিলেন, ততক্ষণ ঠাকুর সীতারাম সমাধিতে মগ্ন হয়েছিলেন। দাদাজীও যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে আমার বারে বারে মনে হতে লাগল-তাঁরা যেন নিত্যধাম বৃন্দাবনে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছেন। কেন জান?- যে বৃন্দাবনধামে দেবদূতেরা সাবধানে আলগোছে পা ফেলে চলেন, দেবতারা সসম্ভ্রমে দূর থেকে দাঁড়িয়ে অবলোকন করেন-সেখানেও কিন্তু তাঁর ভক্তদের আনন্দ করতে কোন বাধাই নেই। কিছুক্ষণ পর ঠাকুর সীতারামজীর সমাধিভঙ্গ হল। তিনি তাঁর মধুর ভাষণ শুরু করলেন। সরল স্বত:স্ফূর্ত ভাষায় তিনি বলে চল্লেন সর্ব্বোচ্চ এবং গূঢ়তম সত্যের কথা। যিনি নিয়ত ঈশ্বর সমীপে অবস্থান করেন, ঈশ্বরের মধ্যেই মগ্ন থাকেন,-বল, তিনি ছাড়া আর কে সত্যকথা আরও ভাল করে বলতে পারেন? ঠাকুর সীতারামজীর মত ব্যক্তিরাই ভারতের গৌরব। তাঁরা যে জীবন যাপন করেন তা জ্ঞানী মনীষীরা আকাংক্ষা করেন, কিন্তু নির্ব্বোধের দল উপহাস করে। এঁদের কোন পরিচিতি, প্রচার বা অন্য কিছুর দরকার নেই। এঁরা হলেন স্বর্গীয় দূত, নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবনের চারণ কবি, -অমরত্বের পতাকা ও বাণী এঁরাই বয়ে চলেছেন। এ জগতে এঁরা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে যান, এবং ঈশ্বরের মঙ্গলকেতন উড্ডীন করে থাকেন। প্রেমই হল এঁদের একমাত্র অবলম্বন। এই পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্য করে গড়ে তুলতে তাঁরা প্রেমের বাণী দিয়ে সকলের হৃদয় জয় করে থাকেন। যদিও তাঁরা এ জগতে কোনভাবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে উৎসুক নন, তবুও মহাকালের যাত্রাপথে তাঁরা রেখে যান তাঁদের আলোকোজ্জ্বল অমর পদচিহ্ন।...

শ্রীশ্রীসীতারামজী তাঁর শ্রীগুরুদেবের পাদুকাযুগল তাঁর কণ্ঠে যেন মালার মত ধারণ করে থাকেন। কেন জান-তিনি আমাদের বোঝাতে চান যে, কেবল মাত্র কয়েকজন অতি ভাগ্যবানই তাঁদের বক্ষে শ্রীগুরুপাদুকা ধারণ করতে পারেন। শ্রীশ্রীসীতারামজী দাদাজীকে বল্লেন, "আজ সকালে ধ্যানের মধ্যে আপনার নামটি মনে হতেই, বারে বারে 'প্রেমানন্দ' এই কথাটি আমার মনে মনে ভেসে এল। তাই আপনার নাম দিলুম প্রেমানন্দ।"-নামটি বেশ মাননসই হয়েছে না? দাদাজী হলেন প্রেম ও আনন্দের মূর্ত সম্মিলন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেরে ১৩৩তম আবির্ভাব উপলক্ষে

হে- মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপ্রেমিক, তোমারে করি প্রণাম

স্বামী অখণ্ডানন্দ

শ্রীমদভগবদ গীতায় পুরুষোত্তম শ্রীভগবান অতি সরল ও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে বলেছেন যে জতৎকারণ পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই অন্তর্যামীরূপে সর্বজীবের হৃদয়ে নিত্য বিরাজমান-সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।কিন্তু শাস্ত্র শ্রবণ করা আর তার মর্মার্থ বুঝতে পারা বড়ই কঠিন। স্বার্থ, লোভ,সংকীর্ণতা ভরা ঘোর অজ্ঞানময় বর্তমান যুগের সমাজে বাসকরে কিভাবে বুঝব যে শ্রীভগবানের একথা বাস্তবিক সত্য? এ এক মহান সমস্যা, তাঁরই সৃষ্ট মায়াময় সংসারে। কিন্তু পরমেশ্বর মানব হৃদয়ের এই জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্তির জন্য,তাঁর অমোঘ বাণীর সত্যরূপ প্রকাশিত করার জন্য যুগে যুগে নরশরীরে অবতীর্ণ হয়ে এমনভাবে মর্তলীলা করে দেখান যে, চিরসংশয়াপন্ন, বাসনাপাশ বদ্ধজীবের হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাঁরই কৃপায় সে দেখতে পায়, অনুভব করে যে সংসারের সর্বকর্ম কলাপের মধ্যে বিদ্যমান থেকেও তিনি তাঁর নিত্য অবিকৃত স্বরূপ জ্ঞানঘন,আনন্দঘনরূপে বিরাজমান। শাশ্বত বেদবাণীর মহাভাষ্যরূপ, উজ্জ্বল প্রকাশস্তম্ভরূপ জীবন্মুক্ত আতার্য্য পুরুষদের জীবন ইতিহাস থেকেই আমাদের জিজ্ঞাসার সমাধান হয়।

বর্তমান যুগে আমাদের পরমপূজ্যপাদ ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী মহারাজের জীবন লীলাও এই মহান জিজ্ঞাসার সমাধানের বিষয়ে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কত অমৃত সঞ্চয় তুমি করেছ তপস্যায়-
যোগে ক্ষেমে প্রেমে পরমানন্দে প্রতিমুহূর্ত যায়।
নিজে হইয়াছ অমৃতময় -এই তব পরিচয়, অমৃতের পরিবেশন করিছ জয় জয় তব জয়।।
কাটালে হরির বিরহ ব্যথায় কত বিনিদ্র রাতি-
ভুবন তাহার খবর জানে না খবর রাখে না জাতি।
তোমার সাধনা নিত্য করিছে যে শক্তি সঞ্চার-
মানব জাতিকে রক্ষিবে সেই, ধ্বংস নাহিক তার।
পবিত্র তার করিছ ধরণী আকাশ জল স্থল-
পঙ্কে ফুটিছে একশত আট পূজার নীলোৎপল।
বাঙলার তুমি হে মহামানব, সারা জগতের গুরু,
মহামহিমায় হল ভারতের নব জীবনের শুরু।
তোমার চরণধূলায় আমার হয়েছে যে অভিষেক-
দেহে মনে প্রাণে কোথাও নাহিক নিরানন্দের রেশ।

সিদ্ধ সাধক, প্রেমিক তাপস তুমি,
নামে বিশুদ্ধ করিছ বঙ্গভূমি,
সবটুকু খাঁটি, সব আনন্দময়,
পরশমণির কিবা দিব পরিচয়।
হরির সোহাগ-পরশ তোমারে হায়,
ভরেছে দিব্য অপূর্ব সুষমায়।

নেমে আসে ভগবান
কবিশেখর কালিদাস রায়
নেমে আসে ভগবান-
তোমারে স্মরিয়া ওগো নরদেব
সুধাময় হয় প্রাণ।
মম অন্তরে ক্ষণেকেরো তরে
নেমে আসে ভগবান।
অগাধ অতল তোমার মহিমা,
বর্ণিতে তাহা নাহি পেয়ে সীমা-
লেখনী আমার মসীহারা হয়ে
অশ্রুতে করে স্নান।
যুগে যুগে তব হবে অবতার,
সান্ত্বনা এই ভারতমাতার,
জাতির জীবন-অঙ্গীভূত যে
তব পূত অবদান।

সিদ্ধ সাধক সীতারাম

নরেন্দ্র দেব

তোমায় কখনো দেখি নাই আগে শুনিয়াছি শুধু নাম
শুনিয়াছি তুমি সিদ্ধ সাধক ওঙ্কার মঠে ধাম।
তব শ্রীচরণ পরশে 'চরণ' মরণ এড়ালো শুনি,
নামের মহিমা নাহি যার সীমা, তুমি নাকি সেই গুণী।
জানি না তোমায় দেখিবার সাধ হয়তো বা ছিল মনে
মোর নির্জ্জন অন্তর্লোকে লুকান সঙ্গোপনে।
অন্তর্যামী জেনেছিলে তারা 'চরণে' প্রেরণা দিলে।
অবিশ্বাসীরে দর্শন দান, সে ভার আপনি নিলে।
বাইশ মাসের মৌনী তাপস গুহা ছেড়ে লোকালয়ে
কিছুদিন নাকি নাম বিলাইতে এসেছো ব্যাকুল হয়ে।
চরণ পাঠাল সেই সমাচার, সময় তারিখ স্থান,
নিখিল-বন্ধু দর্শনে যেও যদি মনে আসে টান।
টান ছিল কিনা জানি না সঠিক কুতুহল ছিল জানি।
দেশের অনেক জ্ঞানী গুণী যারে পূজিছে ঠাকুর মানি।
কেমন সে জন দেশে এলে হয়, হয়ত এ ভাব ছিল।
তাইতো তোমারে সেদিন অধম দেখার সুযোগ নিল।।
পৌঁছিলে তুমি যেদিন প্রভাতে রামসীতা মন্দিরে।
প্রভাতী কাগজে পেয়ে সংবাদ বাহিরিনু ধীরে ধীরে।
আত্মজা মোর তোমার ভক্ত তারি ঝোঁক দেখি বেশি,
আমার সঙ্গে তিনিও যাবেন স্থির হল শেষাশেষি।
কহিলাম তারে চল তবে যাই লিখিস যে রাম নাম,
সে নামের দাম বাড়াতে এবার এসেছেন সীতারাম।
মেয়ে আর বাপ চলি পাশাপাশি ভক্ত অবিশ্বাসী,
কন্যা নিলেন কিনে কিছু ফল আমি মনে মনে হাসি।
ভাবি যার কাছে ছুটে আসে লোকে সুফল পাবার আশে।
তাকে ফল দেওয়া কয়লা নেওয়া যে কয়লাখনির পাশে।
যাক আসিলাম যমুনাদাসের ধর্মশালার ধারে
দেখি সেথা ভাসে বহুনরনারী জনতার পারাবারে।
তিল ধারণের ঠাঁই নাই সেথা, দরশন যাচে যারে
কেহ নাহি জানে কখন কোথায় সাধু সনে দেখা হবে।
ধর্মশালার জনারণ্যে আশে পাশে ঘুরে ঘুরে
ব্যর্থ হইয়া পিতা ও পুত্রী আসিয়া দাঁড়ানু দূরে।
কে যেন কহিল, যাও মহাজাতি সদনের একধারে
এখনি যাবেন ঠাকুর সেখানে দেখিতে পাইবে তারে।
গেলাম সেখানে বসে আছি একা মেয়েটির হাত ধরে।
দেখি অপলকে ঘড়ির পলকে কাঁটা চলে সরে সরে,
বেলা পাঁচটায় দর্শন হবে খবর রটালো সবে।
তখন মাত্র তিনটে বেজেছে, পাঁচটা কখন হবে?
বেলা বেড়ে চলে ভক্তগণের ব্যাকুলতা হল শুরু
এমন সময় উদয় ঠাকুর ধ্বনি ওঠে জয়গুরু।
তপঃক্লিষ্ট কৃশতনু হেরি নয়ন নির্ণিমেষ-
শিরে বাঁধা জটা শ্মশ্রুগুম্ফ আবৃত গণ্ডদেশ,
কটিবাস পরা রুদ্রাক্ষের বিবিধ কণ্ঠহার
বক্ষের পরে কাষ্ঠ পাদুকা বাঁধিয়া নিলেন কার?
উত্তরীয়টি জাগলো অঙ্গে যোগী -জনোচিত সাজ-
পুষ্পমাল্য শোভিছে কণ্ঠে, সাধুবেশী মহারাজ।
এক নজরেই মনে হল যেন ভড়ং কিছুটা আছে,
হয়তো এটারও আছে প্রয়োজন-ভক্তজনের কাছে।
পাশে দুলিতেছে তুলসীর চারা, জ্বলিছে সুরভি ধূপ,
দেখিলাম আমি 'সীতারাম বাবা' ভস্মে আবৃত রূপ।
অবিশ্বাসী এ মনটা আমার শুধায়-এ সব কেন ?
রূপ সজ্জার ঘটা বড় বেশী নাট্যাভিনেতা হেন।
জানি সাধারণ ভোলে কেশে বেশে ভস্ম ত্রিপুন্ড্রকে,
দাড়ি ও জটায় ঘনঘটা দেখে ভগবান কি কো ঠকে?
তিনি তো দেখেন ভিতরে কি আছে,দেখেন কেমন মন।
অন্তরলোকে বিরাজে কি সৎ আনন্দ সচেতন?
মনে হল পরে, বিশ্ব প্রকৃতি কল্পনা স্রষ্ট্রার,
নিখিল ভুবনে গিরি নদী বনে,কত না অলংকার।
প্রহরে প্রহরে,সন্ধ্যায় ভোরে রঙীন আকাশ তলে,
চাঁদ সূর্য্যের আলোকে আঁধার আঁধার প্রদীপ জ্বলে।
কানে এলো -ইনি করেছেন আজ অনেক দীক্ষাদান।
শুনে ভাবি তবে আছে তো সাধুর গুরুগিরি অভিমান।
প্রচারের প্রতি আগ্রহ অতি জাগে মনে সংশয়।
সহসা শুনিনু হাজার কণ্ঠে-গুরুজির ওঠে জয়।
রঙ্গমঞ্চে দাঁড়ালেন আসি সন্ন্যাসী মহারাজ,
মনে হল যেন দুর্লভ কোন সুযোগ মিলিল আজ।
জানি না কাহার উদ্দেশে তিনি হলেন দণ্ডবৎ,
সাষ্টাঙ্গের প্রণাম তাহার পুরায় কি মনোরথ?
আসনে বসিয়া ভাষণ যখন করিলেন দিতে শুরু।
বুঝিলাম ইনি তাপিত তৃষিত নিখিল মানবগুরু।
শুধু নাম করো যার যাতে রুচি দিলেন এ উপদেশ,
সকল দুঃখ সকল অভাব হয়ে যাবে নিঃশেষ।
নামের গুণেতে পূর্ণ হবেই যা কিছু মনস্কাম।
আর্ত আতুর শোকার্ত সবে মুক্তি দিতে এ নাম।
ধন্য এ কলিপবিত্র যুগ, কলুষ মলিন নয়,
বলো 'রাম রাম' বলে 'হরি হরি' জয় গুরুজীর জয়।
সত্য ও ত্রেতা দ্বাপরের মত কঠিন কৃচ্ছ্র তপ
চাই না এ যুগে শুধু করে যাও নিশিদিন নাম জপ।
অভিনব বাণী শুনি দুই কান আগ্রহে হল খাড়া
অভয় বচন মনে দিল নাড়া অন্তরে তুলি সাড়া।
কী গভীর তার বিশ্বাস আর নাম জপে প্রত্যয়
যত শুনি সেই অভয় বারতা- ভাবি এ মিথ্যা নয়।
আপনি আচরি এই নাম জপ দিতেছেন উপদেশ
নামে মানুষের সহস্রারের ঘটবেই উন্মেষ।
বলিতে বলিতে সমাধি মগ্ন সন্ন্যাসী মহাপ্রভু,
কত নাম গান,কত না কীর্ত্তন চেতন ফিরে না তবু।
দীর্ঘ সময় লাগিল ফিরিতে আনন্দলোক হতে,
ঠাকুর তখন পূর্ণ হৃদয়, ভুলি সে জনস্রোতে।
চলিয়া গেলেন সভাগৃহ ত্যাজি না জানি সে কোন দিকে।
ঐন্দ্রজালিক যেন এক মায়া, চেয়ে থাকি অনিমিখে।
অবিশ্বাসীর সংশয় ধুয়ে ভক্তি অশ্রু দিয়ে
গৃহে ফিরিলাম বিশ্বাসে ভরা অনুকুল মন নিয়ে।

সীতারাম

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

নামই চৈতন্য রসবিগ্রহ, নামই ঘনীভূত ব্রহ্ম,সর্ব্বনারকীর উদ্ধারকর্তা, নামই সমস্ত অনিষ্টের শান্তি,বিশৃঙখলার উপশম। নাম মধুরের হতে মধুর। সেই লীলামূর্ত নাম এখানে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত। গোবিন্দ-নাম চিত্তচাঞ্চল্যের অপেক্ষা রাখে না-হরিনাম জননী-জঠরে প্রবেশ নিবৃত্তি করে দেয়। কলিতে অশেষ দোষ, কিন্তু একটি মাত্র আরাম-নাম। নামে অধিকারী -অনধিকারীর প্রশ্ন নেই। প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে, ধ্রুব শৈশবে, অজামিল মৃত্যুকালে নামে কৃতার্থ হয়। ঐহিক সুখ সৌভাগ্য চাও, নাম আশ্রয় কর-মোক্ষও মিলে যাবে।

সীতারাম

জীবনের সর্বজ্বরে শীতে-তাপে প্রগাঢ় আরাম
যে আনিল সেই সীতারাম ।
মানুষের অন্ন পান দুই পথ্য নাম ও প্রণাম
যে বিলাল সেই সীতারাম।
যেই রাম সেই কৃষ্ণ একদেহে রামকৃষ্ণধাম
যে দেখাল সেই সীতারাম।।

ওঙ্কার ধ্বনি

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

পুরুষোত্তম যোগী
তোমারে প্রণাম।
ধন্য ধন্য অবতার
জয় সীতারাম।
তুমি যে গো দিয়ে গেলে
ভক্তিরত্ন জ্ঞান।
শিখাইলে যাগ-যজ্ঞ,
পূজাজপ ধ্যান।
লীলময় হরি তুমি নয়নাভিরাম।
যুগাচার্য্য ধর্মরক্ষা -নাম যজ্ঞ সার,
ভারত ভারত হবে করেছ প্রচার,
ধন্য বঙ্গভূমি ধন্য ডুমুরদহ গ্রাম।
লীলাময় হরি তুমি নয়নাভিরাম
গোলোক হইতে এলে নয়নাভিরাম,
ধর্মরক্ষা করতে লে নয়নাভিরাম,
তুমি, জাতি রক্ষা করতে এলে নয়নাভিরাম।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

সংকলন: সত্যব্রত কবিরাজ

হাতির হানায় ফসল নষ্টে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না মেলার দাবি, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার বিভিন্ন জঙ্গল থেকে ইতিমধ্যেই পশ্চিম মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে ফিরতে শুরু করেছে বুনো হাতির দল। কিন্তু স্থানীয়দের দাবি, ফেরার পথেও বিষ্ণুপুর বনবিভাগের বগডহরা বেলশুলিয়া এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যাচ্ছে না। হাতির মুখে প্রতিদিন একরের পর একর জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে। স্থানীয় চাষি, বন দপ্তরের কর্মী ও হুলা পার্টির সম্মিলিত প্রচেষ্টার পরেও ঠেকানো যাচ্ছে না ক্ষয়ক্ষতি।

হাতিগুলি জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে থাকলেও সূর্য ডুবতেই জঙ্গল ছেড়ে সেগুলি নেমে আসছে জঙ্গল লাগোয়া ফসলের জমিতে। ইতিমধ্যেই এলাকায় বিঘের পর বিঘে আলু ও সবজির জমি তছনছ করে দিয়েছে হাতির দল।

খবর পেয়ে মাঝেমধ্যে হাতির দলকে ফের জঙ্গলে পাঠাতে হুলা পার্টি সচেষ্ট হলেও বুনো হাতির দলকে বাগে আনতে রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছে তাঁদেরও। ফলে প্রতিদিন মিলছে না যথাযথ ক্ষতিপূরণও। ফলে এলাকা জুড়ে ক্রমশই তীব্র হচ্ছে মানুষের ক্ষোভ।

মাস পাঁচেক আগে দলে দলে পশ্চিম মেদিনীপুর হয়ে দলমার হাতি ঢুকে পড়ে বাঁকুড়ায়। বিভিন্ন জঙ্গল ঘুরে হাতির দল বড়জোড়া ও বেলিয়াতোড় এলাকার জঙ্গলে গত কয়েকমাস ধরে স্থায়ী ভাবে থাকায় কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছিলেন বিষ্ণুপুর, জয়পুর এলাকার আলু চাষিরা। কিন্তু মাস পাঁচেক পর হঠাৎ সেই হাতির দল ফের পশ্চিম মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে ফিরতে শুরু করায় নতুন করে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক।

স্থানীয়দের দাবি, পশ্চিম মেদিনীপুরে ফেরার পথে বিষ্ণুপুর লাগোয়া বাঁকাদহ ও জয়পুরের জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়েছে হাতিগুলি। দিনের বেলায় এলাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। এলাকার চাষিদের দাবি, হাতির হানায় ক্ষতির পর সরকারি ভাবে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে, তার অঙ্ক ক্ষতির তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। এই অবস্থায় এলাকা থেকে দ্রুত হাতির দলকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

নির্মীয়মাণ রাস্তার দূষণ নিয়ন্ত্রণের দাবিতে অবরোধ বিক্ষোভে স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়ক। বেশ কিছুদিন ধরে সেই সড়ক নতুন করে তৈরির কাজ চলছে। আর তাতেই ধুলোয় ঢাকা পড়েছে গোটা এলাকা। এলাকাবাসীর দাবি, ধুলোয় ঢাকা গ্রামে শ্বাস নেওয়াই যেন দায় হয়ে পড়েছে গ্রামবাসীদের। এই পরিস্থিতিতে গ্রামে বাড়ছে শ্বাসকষ্টজনিত অসুখ। অবিলম্বে দূষণ নিয়ন্ত্রণের দাবীতে এবার রাস্তায় নেমে এলেন সিমলাপাল থানার চকবাইদ গ্রামের মানুষ। রাস্তা অবরোধ করে রেখে চলল গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ।

সম্প্রতি বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়ক নতুন করে নির্মাণের পাশাপাশি আরও প্রশস্ত করার কাজে হাত লাগিয়েছে পূর্ত দপ্তর। গোটা রাস্তা খুঁড়ে তুলে ফেলা হয়েছে পুরনো রাস্তার খোলনলচে। একমাসেরও বেশি সময় ধরে চলছে সেই কাজ। নিয়ম অনুযায়ী রাস্তায় এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে লোকালয় ও সংলগ্ন এলাকায় নিয়মিত জল ছিটাতে হয় সংশ্লিষ্ট ঠিকা সংস্থাকে। কিন্তু এই রাস্তার ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। আর তার ফলে রাস্তা সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা ঢাকা পড়ছে ধুলোয়।

নির্মীয়মাণ ওই ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করছে যানবাহন। আর তাতেই রাস্তার ধুলো উড়ে গিয়ে স্থানীয় এলাকার বাড়ি, ঘরদোর থেকে শুরু করে জামাকাপড় ও গাছের পাতায় বসছে ধুলোর পুরু আস্তরণ। ধুলোয় এলাকা এমন ভাবে ঢাকা পড়ছে যে ওই রাস্তা দিয়ে দিনের বেলাতেও দুর্ঘটনার আশঙ্কায় হেড লাইট জ্বেলে যাতায়াত করতে হচ্ছে বিভিন্ন যানবাহনকে। দিনভর ধুলো ভর্তি বাতাসে শ্বাস নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে শিশু ও বয়স্করা। অবিলম্বে এই দূষণ নিয়ন্ত্রণে এবার তাই কোমর বেঁধে রাস্তায় নামলেন সিমলাপাল থানার চকবাইদ গ্রামের মানুষ।

বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রেখে তাঁদের দাবি, রাস্তা তৈরির কাজ যতদিন চলবে, ততদিন দূষণ নিয়ন্ত্রণে বরাত পাওয়া ঠিকা সংস্থাকে রাস্তায় জল ছিটাতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ অবরোধ চলার পর সিমলাপাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় পফক্ষেপের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। আপাতত অবরোধ প্রত্যাহার করে নিলেও গ্রামবাসীদের হুঁশিয়ারি, সোমবারের মধ্যে দাবিপূরণ না হলে ফের সোমবার লাগাতার অবরোধ শুরু করবেন তাঁরা।

সন্দেশখালির বদলে বাঁকুড়ায় সফরে মুখ্যমন্ত্রী! প্রতিবাদে ঝাঁটা জুতো নিয়ে মিছিল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সন্দেশখালিতে একের পর এক তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের বিষয় সামনে এসেছে বলে দাবি। তৃণমূলের অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে উত্তাল হয়েছে সন্দেশখালি। বিজেপির দাবি, এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী সন্দেশখালি না গিয়ে বাঁকুড়া সফরে আসছেন। এরই প্রতিবাদে হাতে ঝাঁটা ও জুতো নিয়ে বাঁকুড়া শহরে মিছিল করলেন বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মীরা।

তৃণমূল নেতাদের একের পর এক দুর্নীতি ও অত্যাচারের অভিযোগে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে উত্তপ্ত সন্দেশখালি। মহিলারা রাস্তায় নেমে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। সেখানে বিরোধী নেতৃত্ব যাওয়ার চেষ্টা করলেই রাজ্যের পুলিশ বাধা দিচ্ছে অথচ রাজ্যের মন্ত্রীদের বিনা বাধায় সেখানে যেতে দিচ্ছে পুলিশ। পরিস্থিতি যখন এমন তখন সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ বারেবারে দাবি করে আসছে বিরোধীরা।

কিন্তু বিজেপির দাবি, মুখ্যমন্ত্রী সেব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে আগামী ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি জঙ্গলমহল সফরে যাচ্ছেন। এরই প্রতিবাদে রবিবার রাস্তায় নামলেন বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মীরা। মহিলা মোর্চার কর্মীরা এদিন হাতে ঝাঁটা জুতো নিয়ে বাঁকুড়ার রামপুর থেকে মাচানতলা, স্কুলডাঙা হয়ে ফের রামপুর পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করেন। মিছিল থেকে অবিলম্বে শেখ শাহজাহান সহ সন্দেশখালি কাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিও জানানো হয়।

লরির ধাক্কায় মৃত পথচারী, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক পথচারীর। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার জয়পুর থানার শুখজোড়া এলাকায়। মৃত পথচারীর নাম ঠিকানা জানা যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে একটি লরি বেপরোয়া গতিতে কোতুলপুরের দিক থেকে বিষ্ণুপুরের দিকে যাচ্ছিল। শুখজোড়া মোড়ের কাছে আচমকাই লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে এক পথচারীকে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই পথচারীকে উদ্ধার করে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পরই ঘাতক লরিটি বিষ্ণুপুরের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ঘটনাস্থলের অদূরে জয়পুর থানার তৎপরতায় লরিটি আটক করতে সমর্থ হয় পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃতের নাম পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

অধ্যাপক তুহিন সামন্তের মৃত্যুদিবসে পদযাত্রা ও রক্তদান শিবির তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের শ্রীবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নন্দীগ্রামে অধ্যাপক তুহিন সামন্তের বাড়ি। অভিযোগ, ২০০৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি কাটোয়া ২ নং ব্লকের শ্রীবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চাণ্ডুলীগ্রামে চাণ্ডুলী উচ্চ বিদ্যালয়ে নির্বাচন চলাকালীন সিপিএম নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে কাটোয়া থানার তৎকালীন ওসি দেবজ্যোতি সাহা গুলি করে হত্যা করেন অধ্যাপক তুহিন সামন্তকে। কান্দির আইন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন তুহিন সামন্ত। ২০০৮ সাল থেকে কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চাণ্ডুলী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অধ্যাপক শহিদ তুহিন সামন্তর মৃত্যু দিবস পালন করা হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার শহিদ অধ্যাপক তুহিন সামন্তর ১৭তম মৃত্যু দিবস উপলক্ষে কাটোয়া ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পদযাত্রা ও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

কাটোয়া বিধানসভার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা পদযাত্রা করে চাণ্ডুলী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আসেন। শহিদ অধ্যাপক তুহিন সামন্তর মূর্তিতে মাল্যদান করেন কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টো'ধ্যায়। বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ সাহা, অধ্যাপক তুহিন সামন্তের স্ত্রী তথা কাটোয়া ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভানেত্রী নিষাদ সামন্ত, অধ্যাপক তুহিন সামন্তের পিতা শরদিন্দু সামন্ত, পুত্র ত্রিদিব সামন্ত, কাটোয়া ২নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পিণ্টু মণ্ডল, কাটোয়া ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী শুভ্রা বর্মন,কাটোয়া ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি রাজীব চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ গৌতম ঘোষাল সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। এদিন রক্তদান শিবিরে ৩৫ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

ট্রেলারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: ট্রেলারের চাকায় আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় বুদবুদের সিমনরের কাছে জাতীয় সড়কের ওপর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ একটি জেসিবি বোঝাই করে ১৮ চাকার ট্রেলারটি জাতীয় সড়কের ধারে কলকাতা থেকে দুর্গাপুরের দিকে যাওয়ায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় আচমকা ট্রেলারের চাকা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন অন্যান্য চালকরা। চালকদের চিৎকারে ট্রেলারের চালক ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালান। আগুন নেভানোর চেষ্টা করলে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আগুন দেখে তড়িঘড়ি জেসিবিটি গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে যন্ত্রাংশের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গলসি থানার পুলিশ ও অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন সহ কর্মীরা। আগুন লাগার ঘটনায় জাতীয় সড়কের দুর্গাপুরগামী রাস্তায় ব্যাহত হয় যান চলাচল। প্রায় ৩০ মিনিট পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলে ট্রেলারটিকে অন্যত্র সরিয়ে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে পুলিশ।

শুভেন্দুর 'খালিস্তানি' মন্তব্যের প্রতিবাদে শিখ সম্প্রদায়ের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: সন্দেশখালিতে বিরোধী দলনেতার 'খালিস্তানি' মন্তব্যের প্রতিবাদে মিছিল করলেন শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা, তাঁদের এই প্রতিবাদ মিছিলকে সমর্থন করে সঙ্গ দেয় পাণ্ডবেশ্বর যুব তৃণমূল কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, সন্দেশখালিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যের প্রতিবাদে রবিবার বিকেল চারটের সময় পাণ্ডবেশ্বরের হরিপুরে প্রতিবাদে মিছিল করলেন শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা, তাদের এই প্রতিবাদ মিছিল কে সমর্থন করে তাদের সঙ্গ দেয় পাণ্ডবেস্বর যুব তৃণমূল কংগ্রেস। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রচুর শিখ সম্প্রদায়ের লোকজন। এছাড়াও ছিলেন শিখ ধর্মগুরুরাও। পাণ্ডবেশ্বরের হরিপুরের থেকে গাইঘাটা পর্যন্ত হয় এই প্রতিবাদ ধিক্কার মিছিলটি। শিখ সম্প্রদায়ের এই ধিক্কার মিছিলকে সমর্থন জানিয়ে পাণ্ডবেশ্বর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরাও এই ধিক্কার মিছিলে অংশ নেন। হরিপুর মোড় থেকে গাইঘাটা মোড় পর্যন্ত হয় এই প্রতিবাদ মিছিল।

দিনেদুপুরে বাড়ি থেকে মোবাইল চুরি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দিনেদুপুরে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে মোবাইল চুরির অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল কাঁকসার রেল কলোনির নতুন পাড়া এলাকায়। নতুন পাড়ার বাসিন্দা উষা দেবীর অভিযোগ, শনিবার সকালে তিনি যখন বাথরুমে ছিলেন সেই সময় তাঁর বাড়িতে ঢুকে ঘর থেকে মোবাইল ফোন চুরি করে নিয়ে যায়। এই বিষয়ে শনিবার সন্ধ্যায় কাঁকসা থানার পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও পুলিশ ঘটনার তদন্তে আসেনি বলে অভিযোগ।

রবিবার এলাকারই এক ব্যক্তির বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজে চুরি করতে আসা সন্দেহজনকদের ছবি ধরা পড়ে। সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনের বাড়ি থেকে একই ভাবে মোবাইল চুরির ঘটনা ঘটেছে। ছোট ছোট শিশুদের দিয়ে মোবাইল চুরি করাচ্ছে দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসন এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে দুষ্কৃতীরা ধরা পরে তার ব্যবস্থা করে এবং এলাকায় যাতে আর চুরির ঘটনা না ঘটে তার ব্যবস্থা করুক।

ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুর পুর শহরের প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্র স্ট্যাচু মোড়, এখানেই মধ্যরাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ করেই একটি মোবাইল দোকানে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ, খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে। তড়িঘড়ি দমকলের দু'টি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে, ততক্ষণে সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মোবাইলের দোকানটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা যায়নি তবে প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিটের ফলেই এই আগুন লেগেছে দোকানে।

দোকানদারের দাবি, দোকানে থাকা সমস্ত কিছু মিলিয়ে প্রায় ১ কোটি ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রতিদিনের মতো এদিনও রাত দশটা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান দোকানের মালিক। রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর পুলিশ ফোন করে তাঁর দোকানে আগুন লাগার খবর দেয়। দোকানদার দোকানে এসে দেখেন, তাঁর চোখের সামনে দাউদাউ করে জ্বলছে স্বপ্নের দোকানটি। এই পরিস্থিতিতে সরকারি সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন দোকানদার।

হোটেলে গুলিবিদ্ধ যুবকের দেহ উদ্ধারে ধৃত মৃতের বান্ধবী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলের জিটি রোড সংলগ্ন হোটেলের রুমে গুলিবিদ্ধ যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় ওই মৃত যুবকের বান্ধবীকে গ্রেপ্তার করল আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। ধৃত শাবানা পারভিনকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজত নিয়েছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, ওই হোটেলের ৩০৬ নম্বর রুমে কুলটির নিয়ামতপুরের বাসিন্দা বছর একুশের যুবক রোহন প্রসাদ রামের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা হোটেল বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে। ঘটনাটি পুলিশ আত্মহত্যা বলে দাবি করলেও মৃতের পরিবারের লোকজন খুনের মামলা রুজু করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে নিয়ামতপুর রোড অবরোধ করা হয়। অবরোধকারীদের তুলতে পুলিশকে লাঠি চার্জ করতে হয়।

অবশেষে পুলিশ তদন্তে নেমে শনিবার ওই যুবতীকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার যুবতীকে আদালতে তোলা হলে আদালত ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

বাসের ধাক্কায় মৃত মামা-ভাগ্নে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: রবিবার সাত সকালে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক কুড়মুনা ব্রিজে বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল দু'জনের। তাঁরা সম্পর্কে মামা ও ভাগ্নে। বর্ধমান থানার পুলিশ গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের দু'জনকেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত মামার নাম শেখ মুস্তাকিম, বয়স ৫৬ ও ভাগ্নের নাম শেখ শাহজাহান, বয়স ৩৭। তাঁদের দু'জনেরই বাড়ি শহর বর্ধমানের খাগড়াগড়ে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে মোটর সাইকেলে চড়ে ছাগল কিনতে বেরিয়েছিলেন পারাজ পুরসা গোলসি এলাকার পাড়া ঘরে। যাওয়ার পথেই কুড়মুনা ব্রিজের কাছে একটি বাস তাঁদের ধাক্কা মেরে পালায়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

HARISARA GRAM PANCHAYAT
(Under Sainthia Dev. Block & Panchayat Samity)
P.O.- Gorola, P.S.- Sainthia,Dist. Birbhum
Memo No- 53/HGP/24 Dt: 24.02.24
e-Tender
e- Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the works. Details information are available in www.tenders.gov. in website.
Sd/- Prodhan
Harisara Gram Panchayat

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
অস্থাবর সম্পদ বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা ঋণগহীতা(গণ) শ্রী অঞ্জন কুমার দাস এবং শ্রীমতি মৌমিতা দাসকে সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে মারলিন ওয়ার্ডেন লেকভিউ ২য় তল, ফ্ল্যাট নং-V- I, ব্লক-৫, ১০৪ বিধান নগর রেলওয়ে স্টেশন রোড, কলকাতা- ৭০০০৬৭ পাবলিক নিলাম (অফলাইন মোড) এর মাধ্যমে অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য স্বত্ব দখল নেওয়া হয়েছিল যা কেএমসি-এর অধীনে ফ্ল্যাট নং ২০২, প্রেমিসেস নং পি-৪৯৯, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সরণি, ওয়ার্ড নং ৮৬, থানা - রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা- ৭০০০২৯ উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের নামে যা 'যেমন আছে সেখানে যেমন আছে' এবং 'যা কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
অফলাইন নিলামের তারিখ এবং সময় : **১৩.০৩.২০২৪ দুপুর ১২.৩০টা**
বেস/ফ্লোর মূল্য : **১,৫১,০০০ টাকা (এক লাখ একান্ন হাজার টাকা)** প্রযোজ্য কর সহ (যদি থাকে)
নিলামের স্থান : ফ্ল্যাট নং ২০২, পি-৪৯৯, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সরণি, কলকাতা- ৭০০০২৯।
আইটেম পরিদর্শনের তারিখ : ০৬.০৩.২০২৪ **(দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টা)**
বিক্রয়ের অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাবলী
১. বিক্রয় পরিচালিত হবে নিলাম হাউস মেসার্স সুমন এক্সচেঞ্জ, ৮/১, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭ (শেক্সপিয়ার সরণি থানার কাছে), মোবাইল নম্বর -৯৮৩১১৪২৮৪৮।
২. অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছ থেকে সিল করা খামে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সুমন এক্সচেঞ্জে সরাসরি অর্থ প্রদান করা হবে এবং পরবর্তীতে তাদের দ্বারা বিক্রয় চালান জারি করা হবে।
৩. সর্বোচ্চ দরদাতা ঘোষণা করার পরে, মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ২৪ ঘন্টার মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।
৪. বিক্রয় সমাপ্তির পর এবং সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে ক্রেতার মূল্যে ১ দিনের মধ্যে অস্থাবর জিনিসগুলি প্রাঙ্গন থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।
তারিখ ২৬.০২.২০২৪
চিফ ম্যানেজার
এসবিআই, এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল

ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)
CIN : U70109WB2008PTC125328
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫
যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ৪, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৩, কলকাতা - ৭০০০০১, পব
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫, পশ্চিমবঙ্গ
কোম্পানি, **ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) ("কোম্পানি") বিক্রির বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণের জন্য সাধারণভাবে জনসাধারণকে ই-নিলামের মাধ্যমে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে "**যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যেমন আছে, এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" উল্লিখিত প্রস্তাবটি কোনো ধরনের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই।

১.	নিলামের তারিখ এবং সময় :	২৭.০৩.২০২৪ বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ, সর্বশেষ নিলাম সময় প্রতিবারই ৫ মিনিট সম্প্রসারিত হবে শেষ ৫ মিনিটের ডাকের সঙ্গে নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত।
২.	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	৩৯,২২,২৬৪ (উনচল্লিশ লাখ বাইশ হাজার দুশো চৌষট্টি) টাকা।
৩.	ইএমডি	৩,৯২,২২৬ (তিন লাখ বিরানব্বই হাজার দুশো ছাব্বিশ) টাকা। ইওআই দাখিলে কোনও অংশগ্রহণ ফি লাগবে না।
৪.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ	অ-চলতি বিনিয়োগ, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার। আরও বিস্তারিত জানতে ইওআই পাওয়া ইমেল মারফত।
৫.	**ইওআই দাখিলের শেষ তারিখ**	**১১.০৩.২০২৪**
৬.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ পর্যবেক্ষণ শেষ করতে হবে ২৩.০৩.২০২৪ তারিখের মধ্যে।	
৭.	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ২৫.০৩.২০২৪ বিকেল ৫ টার মধ্যে।	
৮.	যোগ্যতার এবং অন্যান্য বিস্তারিত : ইওআই এর নিয়ম এবং শর্তাদি মেতাবেক। ইওআই নথি পাওয়া যাবে cirp.tripurari@gmail.com ইমেল মারফত।	

সংশোধিত আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ২০১৯-এর তফসিল I-এর অনুচ্ছেদ ১২ অনুসারে, 'নিলামের সমাপ্তিতে সর্বোচ্চ দরদাতাকে নব্বই দিনের মধ্যে ব্যালেন্স বিক্রয় বিবেচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে; তবে শর্ত ত্রিশ দিনের পর পেমেন্ট করলে সুদ ১২ শতাংশ হবে; আরও শর্ত থাকে যে এই ধারার অধীনে প্রদত্ত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান না হলে বিক্রয় বাতিল করা যেতে পারে।
আগ্রহী ডাকদাতাগণকে ইমেল মারফত অনুরোধক্রমে প্রাপ্তব্য সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে সম্যক অবগত এবং সম্মত হয়েই আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানে সাড়া দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং : **IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148**
এএফএ বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬.০২.২০২৪ ইমেল আইডি : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

সজনে ফুল বিকল্প আয়ের পথ, প্রচারে পরিবেশবাদীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বসন্তে সজনে ফুল বিকল্প আয়ের একটা পথ। এমনটাই প্রচার পরিবেশবাদীদের। তাঁদের দাবি, শীতে খেজুরগুড় এক জনপ্রিয় ও লাভজনক বিকল্প আয়ের পথ হিসাবে সকলের পরিচিত। তেমনই বসন্তে সজনে ফুলও লাভজনক বিকল্প আয়ের পথ। এই বিকল্প আয়ের পথকে প্রচারের আলোয় আনার প্রয়োজন। এবিষয়ে জন চেতনার আরও প্রসার ঘটাতে পারলে সজনে গাছের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। এতে পরিবেশ সুরক্ষার কাজও প্রসারিত হবে।

মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডসের পক্ষ থেকে সংগীতা ধর বিশ্বাস ও ঝর্না গঙ্গোপাধ্যায় জানান যে, গত দু'বছর তাঁরা কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহযোগিতায় আয়োজিত এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের দিয়ে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে এবার বেশ কয়েকজন চাষি সাফল্য পেয়েছেন। বারিদ রায়, নকুল বাউরি ও ভ্রমর মণ্ডল নামে জনাকয়েক কৃষক ৪-৫টি করে গাছ লাগিয়ে ছিলেন। সেগুলি ফুলে ভরে উঠেছে। এখন বাজারে ১০০ গ্রাম সজনে ফুল ১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।সজনে ফুলের একটা চড়া চাহিদা রয়েছে।গড়ে গাছ প্রতি ২৫ থেকে ৩০ কেজি সজনে ফুল বিক্রি করা সম্ভব। বসন্তে আয়ের একটা ভালো উপায় সজনে ফুল।

উল্লেখ্য এই প্রচারে বলা হচ্ছে যে, বসন্তে মরশুম বদলের সময় সর্দি, জ্বর, কাশির সমস্যা বাড়তে দেখা যায়। এই সময় রোগজ্বালা ছড়াতে সময় লাগে। তাই এই মরশুমে সর্দি, কাশির থেকে দূরে রাখতে সজনে ফুল অত্যন্ত উপকারি। তাছাড়া বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়ার সঙ্গে লড়াই করার গুণ রয়েছে সজনে ফুলে। নিজেদের সুস্থ রাখতে বাজার থেকে সজনে ফুল কিনে খাওয়া যেতে পারে। ঠান্ডা লেগে বুকে সংক্রমণ দেখা দিলে সজনে ফুল খুবই উপকার দেয়। সজনে ফুলে রয়েছে, এ, বি ১, বি২, বি৩ এবং ভিটামিন সি। এছাড়াও এতে আয়রন, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালসিয়াম রয়েছে। শরীরে প্রোটিনের চাহিদারও জোগান দেয় সজনে ফুল।

সজনে ফুল যৌন ক্ষমতা বাড়ায়, বন্ধ্যাত্বের সমস্যা কাটাতে বেশ উপকারি। কড়াইশুঁটি বা সরষেবাঁটা দিয়ে সজনে ফুলের তরকারি, সজনে ফুলের বড়া অত্যন্ত মুখরোচক। এই পরিবেশবাদী সংস্থাটি জানায়, এই প্রচার বাড়াতে গত বুধবার থেকে তিনদিনের আসন্ন এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের প্রস্তুতি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। এবিষয়ে প্রচারের জন্য ৪০ জন শিল্পীকে তালিম দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পুরস্কার পাচ্ছে নবদ্বীপ পুরসভা

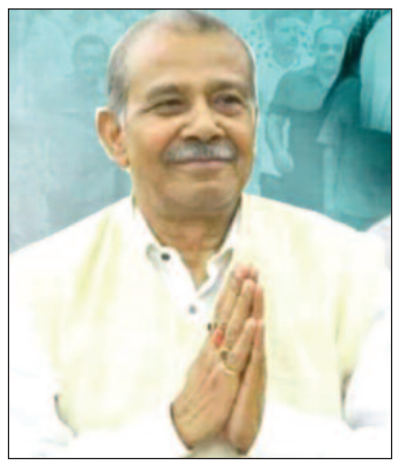

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: কেন্দ্রীয় সরকারের অটল মিশন ফর রিজুভেনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন প্রকল্পে রাজ্যের ১১টি পুরসভার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ পুরসভার স্বীকৃতি পেতে চলেছে তীর্থ নগরীর নবদ্বীপ পুরসভা। আগামী ৫ মার্চ দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নেবেন পুরসভার চেয়ারম্যান বিমান কৃষ্ণ সাহা। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী গত তিন মাস ধরে নাগরিক পরিষেবা থেকে শুরু করে নিকাশি ব্যবস্থা এবং পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্যের প্রতিটি পুরসভার পুঙ্খানুপুঙ্খ কাজের খতিয়ান অনলাইনে পাঠানো হয়েছিল দিল্লিতে। দিল্লি থেকে পর্যবেক্ষক এসেছিল বিভিন্ন পুরসভায়। আর পর্যবেক্ষকদের বিচারে সেই রিপোর্ট যায় দিল্লিতে। দিল্লি থেকেই অটল মিশন ফর রিজুভেনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন প্রকল্পে রাজ্যে মোট ১১ টি পুরসভাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আর সেই তালিকায় রয়েছে নবদ্বীপ পুরসভা। এবার প্রশ্ন উঠছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি যে সমস্ত অনুন্নয়নের অভিযোগ করত পুরসভার বিরুদ্ধে সেগুলো কি মিথ্যে? কেন্দ্রের রিপোর্ট কিন্তু অন্য কথা বলছে। আর সেটা আরো একবার প্রমাণিত হল। এ বিষয়ে নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমান কৃষ্ণ সাহা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই পুরস্কার ঘোষণা বিরোধীদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে। যারা এতদিন উন্নয়ন হয়নি বলে চিৎকার করত তারা আশা করি এবার চুপ করে থাকবে। কেন্দ্রর বিজেপি সরকারই এই পুরস্কার ঘোষণা করেছে তাই আগামী ৫ মার্চ দিল্লিতে পুর প্রতিনিধিরা পুরস্কার আনতে যাবে। চেয়ারম্যান জীবন কৃষ্ণ সাহা আরও বলেন, আমদের মা মাটি মানুষের সরকার নবদ্বীপবাসীর জন্য যেভাবে উন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছে আগামী দিনে এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

খানাকুলে ৪০০ বছরের প্রাচীন শ্যামসুন্দর মঠের মাহাত্ম্য ভক্তদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ!

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

হুগলি জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন কৃষ্ণ মঠ হল খানাকুলের শ্রী শ্রী শ্যামসুন্দর জিউ মঠ। এটি আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের পোল এক অঞ্চলে অবস্থিত। এটি প্রায় ৪০০ বছর আগে বর্ধমানের রাজার কোষাধ্যক্ষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যদিও ওই কোষাধ্যক্ষের নাম ও প্রতিষ্ঠাকালের তারিখ জানা যায়নি। তবে মঠ পুনর্নির্মিত হওয়ায় ধর্মস্থান হিসাবে আলাদা এক মাত্রা পেয়েছে। এই মঠ ঘিরে নানা ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে। কথিত আছে, বর্ধমানের রাজা কর আদায় করতে না পেরে তৎকালীন সময়ে কর আদায়ের জন্য কোষাধ্যক্ষকে খানাকুলে পাঠানো আদেশ জারি করেন। কোষাধ্যক্ষ ভগবান কৃষ্ণ তথা শ্যামসুন্দরের ভক্ত ছিলেন। তিনি শ্যামসুন্দরকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না বলে জানান রাজাকে। এরপর রাজা ভগবান কৃষ্ণের স্বপ্নাদেশ পান এবং কোষাধ্যক্ষকে খানাকুলে মঠ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন এবং সাতশো বিঘা জমি দান করেন। তারপর মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মঠের বিশেষত্ব হল একই সঙ্গে দুটি শ্যামসুন্দর ও দুই রাধারানি। কিন্তু একটি শ্যামসুন্দরকে এক সাধু তৎকালীন সময়ে কাঁধে করে নিয়ে চলে যায়। তাই বর্তমানে মাঝে শ্যামসুন্দর দুই পাশে রাধারানি। এই মঠ যে সুপ্রাচীন তার প্রমাণ পাওয়া যায় মঠের প্রাচীন ইটের জিওগ্রাফিকাল সার্ভে থেকে। লোকমুখে প্রচলিত আছে, এই কৃষ্ণ মঠ ও খানাকুলের রাধানগরে অভিরাম গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোপিনাথ জিউসের মন্দির সমসাময়িক। সেই সময় খানাকুল জুড়ে বহু কৃষ্ণ ভক্তের সমাগম হয়। তাই খানাকুলকে দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলা হয়। তাছাড়া এই খানাকুলের রত্নাবলী নদী উপর দিয়ে জলপথ দিয়ে মেদিনীপুরের রূপনারায়ণ নদী হয়ে পুরী তথা নীলাচল গমন করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। মঠের সেবাইত প্রেম চাঁদ মাইতি জানান, আনুমানিক চারশো বছর আগে বর্ধমানের রাজার কোষাধ্যক্ষ খানাকুল আসেন এবং এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর থেকে কৃষ্ণ ভক্তের সমাগম হয় খানাকুলে। দুই রাধারানি বেষ্টিত হয়ে থাকেন এক শ্যামসুন্দর। এখানে রাম নবমীর দিন কয়েক হাজার ভক্তের সমাগম হয়। এখানে তিন সাধুর সমাধিক্ষেত্র আছে। ভগবান শ্যাম সুন্দর জিউর আশীর্বাদে মূল মঠের পুনর্নির্মাণ হয়েছে। অপরদিকে মঠের সম্পাদক সুভাশিস মল্লিক বলেন, মঠের প্রাচীনত্ব নিয়ে আমরা জিওলজিকাল সার্ভে করিয়েছিলাম। প্রাচীন ইট ও পুঁথি থেকে জানা যায় বর্ধমানের রাজার কোষাধ্যক্ষ এই মঠ নির্মাণ করেন। বর্তমানে নবনির্মিত মঠের দেখাশোনার জন্য সেবাইত আছেন। বছরে একবার বহু ভক্তের উপস্থিতিতে পুজোপাঠ হয়। কৃষ্ণ মঠে রাম নবমীর রথ করা হয়। এটি কিন্তু প্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে। আমরা সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছি।

মাতৃভাষার ঘটে শ্রদ্ধা আড্ডাঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক অনন্য অসাধারণ শ্রদ্ধা নিবেদনের সাক্ষী থাকল উপস্থিত দর্শকরা। চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাটের আড্ডা ঘাটেই আয়োজিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। কোনও ঘোষণা ছাড়াই নির্দিষ্ট সময়ে উদ্বোধন সংগীতে 'গঙ্গাস্তোত্রম' গাইলেন হাওড়ার সুতপা পাহাড়ি। অভিনব এক কোলাজের আঙ্গিকে তৈরি দুটো ঘটকে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল শহিদ বেদীর স্মরণে, সেখানেই মাল্যদান ও প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক বিশ্বজিৎ সিংহ রায়, কোলাজ সম্রাট তপন সাহা সহ উপস্থিত সকল বিদগ্ধজন ও পথচলতি শিশুরাও। এই দিনের স্মরণে আড্ডা চত্বরে দুটো গাছ রোপণ করেন বিশ্বজিৎ সিংহ রায় ও বিশিষ্ট নাট্যকার অমল চক্রবর্তী। মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বোধ নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষক ভাস্কর হালদার, শিল্পী তপন সাহা, নাট্যকার অমল চক্রবর্তী সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন রুমা দাস। আড্ডাঘাটের অন্যান্য অনুষ্ঠানের মতো এইদিনও উপস্থিত ছিলেন হাওড়া, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনার থেকে উৎসাহী আড্ডাবাজরা। পরিশেষে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাটের অধিকারী মশায় তথা কোলাজ সম্রাট তপন সাহা বলেন, আমরা বকুলতলা আড্ডা ঘাটে একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস পালন করলাম, শুধু যে প্রাণের কথা বলে তাই নয়, আমরা হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানালাম অন্তরের কথা বলে, বাংলা ভাষার ডিঙি ভাসিয়ে, মাতৃভাষার পাল তুলে দিয়ে। আমাদের ভাষাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে।

শান্তিপুরে তৈরি হচ্ছে কচুরিপানার শাড়ি যা বিশ্ববাজারে সমাদৃত

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

নদিয়ার শান্তিপুরে তৈরি হচ্ছে কচুরিপানা থেকে শাড়ি। এমনিতেই নদিয়ার শান্তিপুরের তাঁতের শাড়ি জগৎ বিখ্যাত। এবার সেই তাঁতের শাড়ির পাশাপাশি স্থান পেতে চলেছে কচুরিপানার শাড়ি। যা এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে শান্তিপুরের তাঁতি।

পরিত্যক্ত কিংবা অব্যবহৃত বিষয়কে কাজে লাগিয়ে পুনরায় ব্যবহারের যোগ্য করে তোলা আন্তর্জাতিক চিন্তা ভাবনা থেকে এখন সরকারি বিভিন্ন পরিকল্পনায় রূপান্তরিত হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও কাশফুলের ফাইবার কখনো কচুরিপানার ফাইবার থেকে বস্ত্র বয়ন ঘটানোর সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নানান ক্ষুদ্র ও কুটির কিংবা হস্তশিল্প প্রকল্প রয়েছে। মহিলা হোক বা পুরুষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে কিংবা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরি করে তাদের মধ্য দিয়ে উৎপাদন এবং বিপণন পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে বনগাঁর এইরকম এক উদ্যোগী কৌশিক মণ্ডল নদিয়ার শান্তিপুর এলাকার বেশ কিছু তাঁতি সহ সারা বাংলার বিভিন্ন জেলার পরিবেশ রক্ষা এবং নতুন ধরনের চিন্তা ভাবনা সম্পন্ন মানুষজনকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন স্বচ্ছতা পুকারে নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। যদিও সে সময় তারা নদী পরিষ্কার করা ছিল তাদের প্রধান এবং অন্যতম কাজ। আর সেই কাজ করতে গিয়েই তারা প্রথম লক্ষ্য করেন কোনও কাজে না লাগা কচুরিপানা যা মাছ চাষের ক্ষেত্রেই হোক বা নদীপথে যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সেগুলি পরিষ্কার করার জন্য কৃষকদের অযাচিত ব্যয় হত। অন্যদিকে সেগুলো পুকুরের কিংবা জলাশয়ের পাড়ে ফেলে পরে নষ্ট হত। প্রাথমিকভাবে পরীক্ষামূলকভাবে কাজ শুরু হয় শান্তিপুরের বিভিন্ন ডোবা পুকুরের কুচিরপানা দিয়ে। পুকুর থেকে কচুরিপানা তুলে পরিষ্কারের পর গোড়া এবং পাতা ফেলে দিয়ে, প্রধান কাণ্ড কিংবা পাতার মোটা ডাটা থেকে আঁশ ছাড়ানো এবং শুকানোর কাজ শুরু হয়। কচুরিপানার কাণ্ড শুকিয়ে সেখান থেকেই তন্তু বার করে তা সরাসরি সুতো হিসেবে ব্যবহার হয়। পশ্চিমবঙ্গে স্পিনিং মিলের সংখ্যা কম থাকার কারণে তারা বিভিন্ন রাজ্যের এ ধরনের মিলে সুতো তৈরি করে নিয়ে আসেন। যেগুলো কখনো তানায় কখনো পোড়েন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই জল বা ডোবার কচুরিপানাকে কাজে লাগিয়ে প্রায় ৪০০ শাড়ি ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। যা সাড়া ফেলে দিয়েছে ইউরোপ, আমেরিকার মতো দেশগুলিতে। তাদের সংগঠন ইতিমধ্যেই পুরস্কৃত হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। আগামী দিনে অত্যন্ত কম মূলধনের এই ব্যবসায় অনেকেই আগ্রহী হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন শান্তিপুরের বেশ কিছু তাঁতি।

নদিয়ার করিমপুরে ভয়াবহ আগুন ভস্মীভূত সাতটি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত ৭ টি বাড়ি, সাহায্যের আর্তি গ্রামবাসীদের। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে নদিয়ার করিমপুর ব্লকের রহমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষবাথান এলাকায়। অগ্নিকাণ্ড সামাল দিতে দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। করিমপুর ২ নম্বর ব্লক প্রশাসনের তরফে দিশেহারা পরিবারগুলিকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত লালন শেখ বলেন, তার এগারোটি ছাগল মরেছে। ছাগলগুলো ঘরের ভেতরে রাখা ছিল। অন্যদিকে লক্ষাধিক টাকা বাড়ির ভিটে জমি কেনার জন্য রাখা ছিল। সেই সঙ্গে দরকারি কাগজ পত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সর্বস্ব হারিয়ে কোলের শিশুকে নিয়ে পথে আশ্রয় নিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর দাবি সরকার না দেখলে কোথায় যাব? তবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে ইতিমধ্যে খাবার ও ত্রিপল দেওয়া হয়েছে রহমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয় সরকারি তরফে। তবে কি কারণে এই অগ্নিকাণ্ড তা এখনও স্পষ্ট নয়। দমকলের প্রাথমিক অনুমান সম্ভবত রান্নার আগুন থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। গোটা ঘটনাটি তদন্ত শুরু করেছে দমকল ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন।

অবৈধ প্রবেশ, গ্রেপ্তার ৬ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: ছয় বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল বাগদা থানার পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানার পুলিশ রবিবার ভোররাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হেলেঞ্চা দত্তফুলিয়া সড়কের টালিখোলা এলাকায় হানা দিয়ে এক মহিলা সহ ছয় সন্দেহজন ব্যক্তিকে আটক করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে তারা অবৈধভাবে বিনা পাসপোর্টে চোরাপথে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে। ভিন রাজ্যে কাজের উদ্দেশ্যেই তারা বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে ভারতে প্রবেশ করে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃতদের নাম রজনী বৈদ্য, বাবু শেখ, মহম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, মহম্মদ রাসেল, মহম্মদ আকাশ, হালিমা বেগম। ধৃতরা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা। ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে বাগদা থানার পুলিশ।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারীকে ধাক্কা বাসের, গুরুতর জখম যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা মারল এক যুবককে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ওই যুবক। রবিবার এই ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির চক্করমারির রাজ্য সড়কে। আহত ওই যুবকের নাম রাজু মজুমদার। তিনি খড়িবাড়ির চক্করমারি এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, একটি যাত্রীবাহী বাস দেবীগঞ্জ থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্য যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই যুবককে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন তিনি।

পরে স্থানীয়রা বাসিন্দাদের তৎপরতায় আহত যুবককে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই যুবকের অবস্থা বর্তমানে কিছুটা স্থিতিশীল। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিনিয়তই এখানে বাসের গতিবেগ বেশি থাকে। এর ফলে এই এলাকায় দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে।

উদ্বোধন হল কল্যাণী এইমসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি গুজরাতের রাজকোট থেকে পশ্চিমবঙ্গের নদিয়ার কল্যাণী সহ দেশের মোট পাঁচটি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্সেস'কে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। কল্যাণী এইমসে রবিবার থেকেই শুরু হয়েছে অন্তর বিভাগীয় পরিষেবা। প্রধানমন্ত্রী এদিন কল্যাণী ছাড়াও রাজকোট, মঙ্গলাগিরি, ভাতিন্ডা এবং রায়বেরলি এইমসেরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। কল্যাণী এইমসে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ ও জলপথ পরিবহণ এবং আয়ুষ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুভাষ সরকার, জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, সংখ্যালঘু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জন বার্লা প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল তার ভাষণে স্বাস্থ্য এবং আয়ুষ মন্ত্রকের সাফল্যের কথা তুলে ধরে বলেন, এ পর্যন্ত সারা দেশ জুড়ে ২৩টি এইমস হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কেন্দ্রীয় সরকারের আত্মনির্ভর ভারত, আয়ুষ্মান ভারত, দীক্ষিত ভারতের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেন। ১৭৫৪ কোটি টাকা খরচ করে ১৭৯.৮২ একর জমির ওপর ৯৬০ শয্যার কল্যাণী এইমস হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। ২০২১ সালের ২৭ জানুয়ারি থেকে এই হাসপাতালের বহির্বিভাগের পরিষেবা চালু হয়। বর্তমানে ৪৫০টি শয্যার পরিষেবা চালু হচ্ছে। চিকিৎসার পাশাপাশি এখানে মেডিক্যাল ও নার্সিং পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

শাহজাহানকে পুলিশ লুকিয়ে রেখেছে: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: খড়গপুর শহরের বগদা এলাকায় সাংবাদিকদের দিলীপ ঘোষ বলেন, শাহজাহানকে পুলিশ লুকিয়ে রেখেছে। পুলিশ কি তাকে অ্যারেস্ট করবে। করলে তো প্রথমেই করত। ডিজি গেছেন, এতদিন পর্যন্ত একটাও অফিসার কেন যাননি? ওখানে পুলিশ চোখ বন্ধ করে অপরাধীদের সঙ্গেই ছিল। বছরের পর বছর লোক অত্যাচারিত হয়েছে। জমি, বাড়ি, মান সম্মান লুট করা হয়েছে। পুলিশ সব জানে তাই পুলিশের উপর থেকে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসটাই চলে গেছে।

আজকে পুলিশের গাড়ি আটকানো হচ্ছে, পুলিশকে গো ব্যাক বলা হচ্ছে। কথা বলতে চাইছে না। উনারা বলছে কোন অভিযোগ নেই, যেই অভিযোগ নেওয়া শুরু হল ১,২৫০ জন অভিযোগ করেছেন। আর কত অভিযোগ চাই? মমতা ব্যানার্জি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলছেন যে কিছু হয়নি। কিছু হয়েছে কিনা কেউ দেখতে যায়নি। আজকে তাই সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আছড়ে পড়েছে। তাই পুলিশ প্রশাসন কাউকে তারা বিশ্বাস করছে না। সন্দেশখালিতে সরকার পক্ষকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু বিরোধীদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না কেন? এই প্রসঙ্গে বলেন, উনারা ভয় পাচ্ছেন অন্য পার্টির লোকেরা গেলে ক্ষোভ আরো বেড়ে যাবে। কিন্তু এই মন্ত্রীরা এতদিন পরে গেলেন কেন? আরো আগে কেন গেলেন না? মমতা ব্যানার্জি ভারতবর্ষের যেখানে কোনও গন্ডগোল হয় প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে দেন। সন্দেশখালি ৫০ কিলোমিটার দূরে। কেন যেতে পারছেনা নদী পার হয়ে? উনারা চোখের আড়ালে রেখে ঘটনাটা চেপে দিতে চাইছেন। কিন্তু স্থানীয় মানুষ যে সাহসের সঙ্গে আন্দোলন করছেন এগিয়ে যাচ্ছেন, বিশেষ করে মহিলারা, যা তার পক্ষে চাপা সম্ভব হচ্ছে না, সারা ভারতবর্ষ এই নিয়ে নিন্দা করছে। সন্দেশখালির অবস্থা নিয়ে দলের আগে থেকে বোঝা পড়া করা উচিত ছিল। কুনাল ঘোষের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, উনি সকালে একরকম বলেন, বিকেলে একরকম বলেন। এখন উপলব্ধি হচ্ছে যখন মানুষ ক্ষেপে গেছে। যারা ইডি-সিবিআইকে লোক দিয়ে পেটাতেন। আজকে তাদের নেতাদেরকে জুতোপেটা করা হচ্ছে। এই জুতোপেটা খাওয়ার ভয়ে কোনও নেতা-মন্ত্রী যাচ্ছে না। আজকে প্রোটেকশন নিয়ে নেতা-মন্ত্রীদের পাবলিকের সামনে যেতে হচ্ছে। ওখানকার এমপি কোথায় গেলেন? সুন্দর চেহারা দেখে যারা আজকে ভোট দিয়েছেন। তারা আজকে ধর্ষিতা হচ্ছেন। এই যে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি, এটাকে উল্টোপাল্টা স্টেটমেন্ট দিয়ে মিথ্যা কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী চেপে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

শাহজাহান সিপিএমের প্রোডাক্ট ছিল এখন তৃণমূলে এসেছে। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, এরকম অনেক প্রোডাকশন সিপিএম করে গেছে। আজ তারাই তাদের বিরুদ্ধে ধরনা দিচ্ছে, লজ্জা করে না! চিটফান্ডের যারা অপরাধী তাদেরকে সিপিএম তৈরি করেছে। পাড়ায় পাড়ায় যত

দুষ্কৃতীকারী তারা সিপিএম থেকেই হাতেখড়ি নিয়েছে। দিদিমণি তাদেরকে হাওয়া জল দিয়ে লালন পালন করছেন, তাই লোককে ভুগতে হচ্ছে।

আসন রফা সম্পূর্ণ হতেই রাহুলের ‘ন্যায় যাত্রা’য় পা মেলালেন অখিলেশ

আগ্রা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে ‘জোট’ বেঁধেই লড়বে কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টি (এসপি)। আসন সমঝোতাও চূড়ান্ত। তার পরই রবিবার আগ্রাতে রাহুল গান্ধির ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’য় যোগ দিলেন এসপি প্রধান অখিলেশ যাদব। সঙ্গে আছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও।

উত্তরপ্রদেশে বিজেপিকে ঠেকাতে কংগ্রেস এবং এসপি হাত মিলিয়ে লড়বে কি না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। ‘কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে লড়ব’, এই কথাটি অখিলেশ অতি সহজে ঘোষণা করলেও কাজটা মোটেই সহজে হয়নি। বরং গত তিন সপ্তাহ ধরে ধারাবাহিক টানাপড়েনের জেরে উত্তরপ্রদেশে ‘ইন্ডিয়া’র ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। বার বার বাদ সাধছিল আসনসংখ্যা। তবে শেষ পর্যন্ত মেলে রফাসূত্র। গত বুধবার লখনউতে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে আসন সমঝোতার কথা ঘোষণা করেন দু’দলের নেতারা।

সপ্তাহখানেক আগেই রাহুলের ‘ন্যায় যাত্রা’ উত্তরপ্রদেশে ঢুকেছে। কিন্তু রাহুলের যাত্রায় দেখা যায়নি ‘ইন্ডিয়া’ জোটের অন্যতম সঙ্গী অখিলেশকে। তিনি কেন নেই, সেই প্রশ্নও উঠেছিল। সূত্রের খবর ছিল, উত্তরপ্রদেশে আসন বণ্টন নিয়ে কংগ্রেস এবং অখিলেশের দলের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছিল। অখিলেশ শর্ত চাপিয়েছিল কংগ্রেসের উপর। যদি সেই শর্ত মানা না হয়, তবে রাহুলের ‘যাত্রা’য় যোগ দেবেন না বলেও জানান এসপি প্রধান। তারপর শুরু হয় দু’পক্ষের মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা। চলতি বছরের গোড়ার দিকে অখিলেশ দাবি করেছিলেন, লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশের ৮০টি আসনের মধ্যে ১১টি কংগ্রেসকে ছাড়ার বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। যদিও তার পরেই কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়, আলোচনা এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু জানুয়ারি মাসের শেষে একতরফাভাবে উত্তরপ্রদেশের ১৬টি লোকসভা আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দেয় এসপি। পরে শোনা যায়, লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে মাত্র ১৫টি আসনে লড়াই করার প্রস্তাব দিয়েছে অখিলেশের দল।

কংগ্রেসের তরফে সে রাজ্যের ৮০টি লোকসভা আসনের মধ্য ২৮টি দাবি করা হয়েছিল। দফায় দফায় আলোচনার পরে গত শনিবার ১৭টি আসন ছাড়ার ‘শেষ প্রস্তাব’ কংগ্রেসকে দিয়েছিলেন এসপি নেতৃত্ব। শেষ পর্যন্ত রফা-সূত্র অনুযায়ী, উত্তরপ্রদেশের ৮০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৭টিতে লড়বে কংগ্রেস। অন্যদিকে, পাশের রাজ্য মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের সমর্থনে অখিলেশের দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বুধবার আসন বণ্টন চূড়ান্ত হওয়ার পরেই রবিবার রাহুলের যাত্রায় পা মেলালেন অখিলেশ।

ভোটের আগে অরুণাচলে কংগ্রেস, এনপিপির চার বিধায়কের দলবদল

ইটানগর, ২৫ ফেব্রুয়ারি: অরুণাচল প্রদেশে একই সঙ্গে হতে চলেছে লোকসভা এবং বিধানসভা ভোট। তার আগে আর একটু মজবুত হল শাসকদল বিজেপির হাত। চার বিধায়ক যোগ দিলেন বিজেপিতে। দু’জন কংগ্রেসের এবং দু’জন ন্যাশনালিস্ট পিপলস (এনপিপি) পার্টির। তার পরেই ৬০ আসন বিশিষ্ট অরুণাচল বিধানসভায় বিজেপির বিধায়কের সংখ্যা দাঁড়াল ৫৬। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা দুই এবং বাকি দুই বিধায়ক নির্দল।

রবিবার রাজধানী ইটানগরে একটি কর্মসূচিতে বিজেপিতে যোগ দিলেন কংগ্রেসের বিধায়ক নিনং এরিং, ওয়াংলিং লোয়ানডং এবং এনপিপির বিধায়ক মুটচু মিথি, গোকর বাসার। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু এবং অসমের মন্ত্রী তথা অরুণাচলে বিজেপির নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত অশোক সিঙ্ঘল। এরিং পশ্চিম পাসিঘাট কেন্দ্রের বিধায়ক এবং ওয়াংলিন বরদুরিয়া বোগাপানির বিধায়ক। মুটচু এবং গোকর যথাক্রমে রোয়িং এবং বাসারের বিধায়ক।

২০১৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৬০টির মধ্যে ৪১টি আসন পেয়েছিল বিজেপি। গত ১৫ বছরে ইটানগরে বহু বার রাজনৈতিক টানাপড়েন হয়েছে। এক সময় কংগ্রেস দুর্গ হিসেবে পরিচিত ছিল অরুণাচল। ২০১১ সালে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দোর্জি খান্ডুর মৃত্যু হয়। এর পরে অশান্তি শুরু। প্রথমে জারবম গামলিন মুখ্যমন্ত্রী হন। কংগ্রেসে শুরু হয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। গামলিনকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন নাবাম টুকি। ২০১৪ সালের ভোটে কংগ্রেস ৪২ আসনে জিতলে টুকি ফের মুখ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু কালিখো পুলের নেতৃত্বে পেমা-সহ বিদ্রোহী বিধায়কেরা তাঁকে সরিয়ে সরকার গড়েন। মামলা আদালতে গড়ায়। রাষ্ট্রপতি শাসনে টুকি ক্ষমতা ফিরে পেলেও পেমার নেতৃত্বে অধিকাংশ বিধায়ক দলবদল করে পিপিএতে যোগ দেন। আঞ্চলিক দল পিপিএ সরকার গড়ে। পরে তাঁরা ফের দল বদলে বিজেপিতে যোগ দেন। এর পর অরুণাচল দ্বিতীয় বার বিজেপির হাতে আসে। অতীতে দলবদলের জেরে কিছু দিনের জন্য রাজ্যে গেগং আপাংয়ের নেতৃত্বে বিজেপি সরকার এসেছিল।২০১৯ সালের নির্বাচনের আগে অরুণাচলে পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত। পেম এবং নেডার তৎকালীন চেয়ারম্যান হিমন্তবিশ্ব শর্মা বিপক্ষে থাকা নেতাদের ভোটের টিকিট দেননি। এর পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতা দখল করে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী হন পেমা। ক্রমে এক এক করে বিরোধী বিধায়ক যোগ দেন বিজেপিতে। এ বার ভোটের আগে যোগ দিলেন আরও চার।

দিল্লিতে পথকুকুরের দল ছিঁড়ে খেল শিশুকন্যাকে!

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি: ফের পথকুকুরের হামলায় মৃত্যু শিশুর। এবারের ঘটনাটি দিল্লির তুঘলকাবাদের একটি রাস্তার। দেড় বছরের দিবাংশীর উপরে হামলা চালায় তিনটি ক্ষিপ্ত পথকুকুর। শিশুর চিৎকারে ছুটে আসেন বাড়ির লোকেরা। উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তিও করা হয়েছিল তাকে। যদিও চিকিৎসকরা জানান, হাসপাতালের পথেই মৃত্যু হয়েছে শিশুটির। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির পাশে রাস্তায় আচমকা তিনটি কুকুর হামলে পড়ে শিশুটির উপরে। শিশুর আর্তনাদে পরিবারের লোকেরা ছুটে যান। যদিও ততক্ষণে দেড় বছরের শিশুটির পা এবং মুখে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে ক্ষিপ্ত কুকুরের কামড়ে। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎকরা জানান মৃত্যু হয়েছে শিশুটির। মরদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। পথকুকুর নিয়ে দেশে অস্বস্তি বেড়েই চলেছে। একদিকে পথচারী, বিশেষ করে শিশুদের উপর পথকুকুরের আক্রমণ বাড়ছে। নাগরিক সমাজ কুকুরের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবি তুলেছে। অন্যদিকে পশুপ্রেমীরা রাস্তার কুকুরদের উপর অত্যাচার নিয়ে সরব। প্রশাসন কুকুর ধরুক, চান না তাঁরা। এমন টানাপোড়েনের মধ্যেই পথকুকুরের হামলায় আরও এক শিশুর মৃত্যু হল।

উল্লেখ্য, গত মাসে তেলঙ্গানায় ২০টি পথকুকুরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনায় মামলা দায়ের করে অপরাধীদের খুঁজছে পুলিশ। অমানবিক এই আচরণের নিন্দা করে সকলেই। অন্যদিকে, দিল্লির আবাসনগুলোতে পোষ্যদের নিয়ে অশান্তি চলছে। বারবার কুকুরের হামলায় একাধিক আবাসনে পোষ্যদের নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

ফের বিতর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট, জিনপিংকে রাশিয়ার প্রধান বলে বসলেন বাইডেন

মস্কো, ২৫ ফেব্রুয়ারি: ফের বিতর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এবার বর্ষীয়ান ডেমোক্র্যাট নেতা শি জিনপিংকে ‘রাশিয়ার প্রধান’ বলে বসলেন তিনি। কেবল তাই নয়, বাইডেন এও দাবি করলেন জিনপিংয়ের সঙ্গে নাকি ১৭ হাজার মাইল পথ পাড়িও দিয়েছেন তিনি!

এদিন তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ওবামা চাইতেন আমার সঙ্গে শি জিনপিংয়ের পরিচয় হোক, যিনি তখন রাশিয়ার প্রধান হতে চলেছিলেন। ওহ চিনের। সেই সময় আমাদের সঙ্গে রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের সমস্যা চলছিল। তাই ওবামা চাইছিলেন, আমি যেন জিনপিংয়ের সঙ্গে থাকি। ওবামার পক্ষে সম্ভব হয়নি কারণ উনি তখন প্রেসিডেন্ট, আমি জিনপিংয়ের সঙ্গে ১৭ হাজার মাইল ভ্রমণ

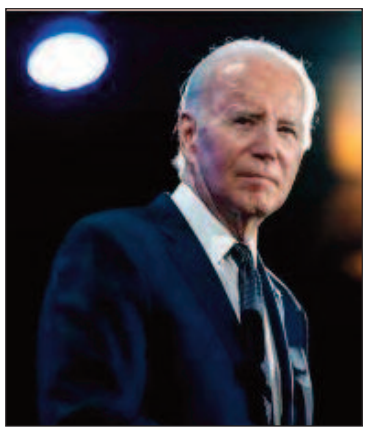

করি। আমাদের দেশ ও চিন মিলিয়ে আমরা তিব্বতেও গিয়েছিলাম। আর সেখানেই উনি আমাকে বলেন, এককথায় আমেরিকার সংজ্ঞা দিতে। আমি বলেছিলাম, সম্ভাবনা।

প্রসঙ্গত, জিনপিংয়ের সঙ্গে ১৭ হাজার মাইল ভ্রমণের দাবি এর আগেও বার তিনেক করেছেন বাইডেন। যদিও ঘটনা হল, ২০১১ সালে বাইডেন চিনে গেলে তাঁরা একসঙ্গে ৫০ মাইল পথ পেরিয়ে এক হাই স্কুলে যান। পরের বছর জিনপিং আমেরিকায় আসেন। ২০১৩ সালে বাইডেন ফের চিনে যান। কিন্তু সব মিলিয়ে ১৭ হাজার মাইল পথ পাড়ি দেওয়ার এই অবিশ্বাস্য সংখ্যাটি বাইডেন কেন বলছেন, তা বোধগম্য হয়নি ওয়াকিবহাল মহলের।

এই প্রথম নয়। এর আগেও ইউক্রেনের নাগরিকদের ইরানি বলে অভিহিত করা কিংবা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে ‘ভ্লাদিমির’ বলা অথবা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সুনাকের নাম গুলিয়ে ফেলার মতো ঘটনা তাঁকে বার বার ঘটাতে দেখা গিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই ৮১ বছরের বাইডেনের শারীরিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আশঙ্কা, স্মৃতিভ্রংশের অসুখ ক্রমেই জাঁকিয়ে বসছে তাঁর শরীরে। নেটিজেনরাও প্রশ্ন তুলেছেন, কী করে বাইডেনকে প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াতে দেওয়া যায়। প্রশ্ন উঠেছে, প্রেসিডেন্ট হওয়ার ন্যূনতম বয়স যদি থেকে থাকে তাহলে সর্বোচ্চ বয়স নেই কেন। এর মধ্যেই ফের অসংলগ্ন কথা বলে নতুন করে প্রশ্নের মুখে বাইডেনের প্রেসিডেন্ট পদে লড়ার সিদ্ধান্ত।

ব্রিটিশ রেজিস্টার্ড তেলের কার্গো জাহাজে হামলা হাউথির, জলের মতো বইছে তেল!

সানা, ২৫ ফেব্রুয়ারি: লোহিত সাগরে হাউথির দৌরাত্ম্য চলছেই। কয়েক দিন আগে উত্তর আমেরিকার বেলিজের একটি জাহাজ লোহিত সাগরের দিকে যাওয়ার সময়ই সেখানে হামলা চালায় ইয়েমেনের জঙ্গি গোষ্ঠীটি। আর সেই হামলার জেরেই সমুদ্রে ২৯ কিমি অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তেল। শনিবার এমনটাই জানিয়েছে মার্কিন সেনা।

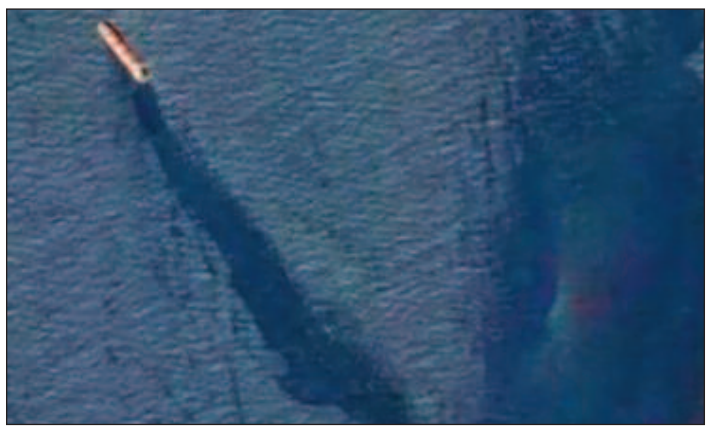

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের তরফে জানানো হয়, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ রেজিস্টার্ড কার্গো জাহাজটিতে হামলা চালায় হাউথি। জেরে জাহাজটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিপদের খবর পেয়ে জাহাজের নাবিকদের উদ্ধার করা হয়। এদিকে সেই হামলার জেরেই জাহাজে থাকা তেল ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে সমুদ্রে। ৪১ হাজার টন তেল ওই জাহাজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, সমুদ্রের উপরে স্তরে ছড়িয়ে গিয়েছে তেল। তা কার্যতই জলের মতো বইছে। ফলে বাড়ছে আতঙ্ক।

উল্লেখ্য, গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে বাণিজ্যতরী লক্ষ্য করে লোহিত সাগরে অন্তত ২৭টি হামলা চালিয়েছে হাউথিরা। জাহাজগুলোর ক্ষতির পাশাপাশি বিপন্ন হচ্ছে নিরীহ নাবিকদের জীবন। মাস খানেক আগে ভারতীয় বাণিজ্যতরীতেও ড্রোন হামলা চালিয়েছিল হাউথিরা। যে কারণে বহু বাণিজ্যতরী সুয়েজ খাল এড়িয়ে যাচ্ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে।

নাম বদলে স্কুল শিক্ষকতা ২২ বছর পর গ্রেপ্তার জঙ্গি নেতা

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি: ২২ বছর ধরে বিভিন্ন ‘গোপন’ আস্তানায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। নাম পাল্টে পরিচয় গোপন করে ছিলেন অন্তরালে। সেখান থেকেই নিষিদ্ধ জঙ্গি ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া-র (সিমি) বিভিন্ন কার্যকলাপ সামলাতেন হানিফ শেখ। সেই হানিফকে ফাঁদ পেতে গ্রেপ্তার করল দিল্লি পুলিশ।

হানিফের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের (ইউএপিএ) অধীনে মামলা দায়ের হয়। ২০০১ সালে তাঁর বিরুদ্ধে ‘রাষ্ট্রদ্রোহ’-এর অভিযোগও আনা হয়। তার পর থেকেই ‘পলাতক’ ছিলেন তিনি। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন হানিফ।

পুলিশ সূত্রে খবর, হানিফকে ধরার জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করেছিল দিল্লি পুলিশ। সেই দল হানিফের গতিবিধির উপর নজর রাখছিল। তবে প্রথমের দিকে হানিফের নাগাল পাওয়ার মতো তেমন কোনও ‘ক্লু’ ছিল না। শুধু ‘ইসলামি আন্দোলন’ নামে এক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে পাওয়া গিয়েছিল ‘হানিফ হুদাই’-এর নাম। সেই নামের সঙ্গে আসল হানিফ শেখের মিল খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিল।

তবে পুলিশ হাল ছাড়েনি। গোপন সূত্রে

পুলিশ খবর পায় হানিফ শেখ, মহম্মদ হানিফ নামে ভুসাওয়ালে থাকছেন। সেখানকার একটি উর্দু মাধ্যম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ফাঁদ পেতে দিল্লি পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের বক্তব্য ছিল, ভুল তথ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেন হানিফ। উস্কানিমূলক বক্তব্যও থাকত তাঁর লেখায়, এমন অভিযোগও ছিল পুলিশের।

২০০১ সালে পুলিশ দিল্লির জাকির নগরে সিমি-র সদর দপ্তরে অভিযান চালায়। তবে পুলিশের নাগাল থেকে পালাতে সক্ষম হন হানিফ এবং আরও কয়েক জন। গ্রেপ্তারি এড়াতে হানিফ বার বার নিজের নাম এবং বাসস্থান পরিবর্তন করতে থাকতেন। অন্তরালে থাকলেও উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাতের যেখানেই সভা হত সেখানে হাজির হতেন। শুধু তা-ই নয় সংগঠনের জন্য টাকার জোগানও দিতেন হানিফ। এত দিন পর পুলিশ তাঁকে ধরতে পারল।

ফ্রান্সের পতাকাকে অপমানের অভিযোগে বহিষ্কৃত মুসলিম ধর্মগুরু

প্যারিস, ২৫ ফেব্রুয়ারি: ফ্রান্সের জাতীয় পতাকাকে অপমানের অভিযোগ, ফ্রান্স থেকে বের করে দেওয়া হল মুসলিম ধর্মগুরুকে। তাঁর দেশ টিউনিশিয়ায় ফেরত পাঠানো হল। অভিযোগ, ফরাসি তেরঙা জাতীয় পতাকাকে শয়তানের প্রতীক বলে উল্লেখ করেছিলেন ওই ধর্মগুরু। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্টের পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের ১২ ঘণ্টার মধ্যে ফ্রান্স থেকে বহিষ্কার করা হয় তাঁকে।

অভিযুক্ত ধর্মগুরু মাহজব মাহজবি এটাউবা মসজিদের ধর্মগুরু ছিলেন। আদপে তিনি টিউনিশিয়ার বাসিন্দা। ফ্রান্সের মসজিদে ধর্মগুরু হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় ফ্রান্সের জাতীয় পতাকাকে ‘অপমান’ করে। শয়তানের প্রতীক বলে কটাক্ষ করেন। যদিও অভিযুক্তের দাবি, তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখা করা হয়েছে। ভুল বোঝানো হচ্ছে। তিনি কখনওই জাতীয় পতাকার অপমান করতে চাননি। ফ্রান্সের ‘বহিষ্কারে’র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হবেন মাহজবি।

ফরাসি মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে মাহজবি ইসলামের পিছিয়ে পড়া, অসহিষ্ণু এবং হিংসার দিক তুলে ধরেছে। যা ফ্রান্সের অন্দরে মহিলাদের অসম্মানের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করেছে। এমনকী, কট্টরপন্থাকে উসকানি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ। ধর্মগুরুকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর ১২ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে টিউনিশিয়ার বিমানে চাপিয়ে ফেরত পাঠানো হয় তাঁর দেশে।

বুনিয়াদি বিকাশ সমাজসেবী সংস্থানের দশম সমাবর্তন

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি: দশম সমাবর্তনের আয়োজন করেছিল বুনিয়াদি বিকাশ সমাজসেবী সংস্থান। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সরফরাজ আহমেদ এই সমাবর্তনের সভাপতিত্ব করেন। পুরো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন প্রতিষ্ঠানের এক চাত্র শাফাক শেখ। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কম্পিউটার ডিপ্লোমা ও উর্দু ডিপ্লোমার ছাত্রদের সংশাপত্র দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রীত বিহার ডিভিশনের এসিপি মিস নিত্যা রাধা কৃষ্ণণ।

ব্যাটারি ফেটে বহুতলে আগুন, মৃত্যু ভারতীয় সাংবাদিকের

ওয়াশিংটন, ২৫ ফেব্রুয়ারি: এবার আমেরিকায় প্রাণ গেল ভারতীয় সাংবাদিকের। নিজের ফ্ল্যাটেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল তাঁর। জানা গিয়েছে, নিউ ইয়র্কের ফ্ল্যাটে লিথিয়াম ব্যাটারি ফেটে আগুন ধরে যায়। গোটা অ্যাপর্টমেন্টে ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখা। তা থেকে বাঁচতে জানলা দিয়ে ঝাঁপ দেন অন্তত ১৭ বাসিন্দা। তাদের মধ্যে ১২ জনের অবস্থা গুরুতর।

জানা গিয়েছে, নিউ ইয়র্কের হার্লেমের একটি বহুতলে ব্যাটারি ফেটে আগুন ধরে যায়। সেখানকার অন্যান্য বাসিন্দারা পালাতে পারলেও আটকে পড়েন ফাজিল। সেখানেই জীবন্ত দগ্ধ হন তিনি। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ফাজিলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। জানা গিয়েছে, জানলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে ১২ জনের অবস্থা গুরুতর। ৪ জন পুরোপুরি ঝলসে গিয়েছেন। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অ্যাপর্টমেন্টের বাসিন্দাদের।

নিউ ইয়র্কের ভারতীয় দূতাবাস থেকে জানানো হয়েছে, ২৭ বছরের ভারতীয় নাগরিক ফাজিল খানের অকালমৃত্যুতে আমরা শোকাহত। তাঁর পরিবার-পরিজনের সঙ্গে আমারা যোগাযোগ রাখছি। যা যা সাহায্য প্রয়োজন, সব করা হচ্ছে। তাঁর চিতাভস্ম ভারতে পৌঁছে দেওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত করা হবে।

রাঁচি টেস্ট পিছিয়ে থেকে দিন শুরু ভারতের, 'ফেবারিট' হয়ে শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্টের তৃতীয় দিনকে বলা হয় 'মুভিং ডে', মানে টেস্ট কোন দলের দিকে ঝুঁকছে তা বোঝা যায় এ দিনে। রাঁচির অসম বাউন্সের অননুমেয় উইকেটে তৃতীয় দিন টেস্ট ঝুঁকে পড়েছে স্বাগতিক ভারতের দিকে। সকালে ধ্রুব জুরেলের প্রতি-আক্রমণে প্রথমে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ব্যবধান কমায় ভারত, এরপর স্পিনাররা ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ে নামান ধস। প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানে লিড পাওয়া ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে গুটিয়ে যায় ১৪৫ রানেই। ১৯২ রানের লক্ষ্যে শুরুটা দারুণ করেছেন ভারতের দুই ওপেনার অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও যশস্বী জয়সোয়াল, ৮ ওভারে অবিচ্ছিন্ন থেকে দুজন তুলেছেন ৪০ রান। এক টেস্ট হাতে রেখেই সিরিজ জিততে ১০ উইকেট হাতে থাকা ভারতের প্রয়োজন এখন ১৫২ রান।

প্রথম ইনিংসে বড় লিডে চোখ রেখে দিন শুরু হয়েছিল ইংল্যান্ডের, ১৩৪ রানে এগিয়ে ছিল সফরকারীরা। তবে ভারতকে খাদের কিনার থেকে বেশ স্বস্তিকর একটা জায়গায় নিয়ে আসার কাজে নেতৃত্ব দেন ধ্রুব জুরেল। শেষ ৩ উইকেটে ভারত যোগ করে ১৩০ রান, সেঞ্চুরি থেকে ১০ রান দূরে থামলেও ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামা জুরেলের ইনিংস ছিল দুর্দান্ত।

কুলদীপ যাদবের সঙ্গে তাঁর ৭৬ রানের অষ্টম উইকেট জুটি সকালে ইংল্যান্ডকে হতাশ করে বেশ কিছুক্ষণ। দিনের প্রথম ঘণ্টার শেষ দিকে গিয়ে ১৩১ বলে ২৮ রান করা কুলদীপকে বোল্ড করে সে জুটি ভাঙেন অ্যান্ডারসন। আকাশ দীপের সঙ্গে নবম উইকেটে ৪০ রান তুলে লড়াই চালিয়ে যান জুরেল। ৯৬ বলে ফিফটি করেন, ১৪৬ বলে ৯০ রানের ইনিংসে ৬টি চারের সঙ্গে মারেন ৪টি ছক্কা।

দীপকে এলবিডব্লু করে সে জুটি ভাঙেন শোয়েব বশির। ইংল্যান্ড অফ স্পিনারের সেটিই ছিল পঞ্চম উইকেট, টেস্টে তো বটেই প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারেই এই প্রথম ৫ উইকেট পেলেন তিনি। রেহান আহমেদের পর ইংল্যান্ডের সবচেয়ে কম বয়সী বোলার হিসেবে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তিও হয় বশিরের। পল অ্যাডামসের পর ভারতের বিপক্ষে তাদের মাটিতে সবচেয়ে কম বয়সে ইনিংসের অর্ধেক উইকেট নেওয়ার রেকর্ডও গড়েন তিনি। জুরেল অবশ্য মাইলফলকে যেতে পারেননি, হার্টলির বলে বোল্ড হয়ে থামতে হয় তাঁকে। তবে ইংল্যান্ডের লিড ৪৬ রানে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রাখেন ২৩ বছর বয়সী এ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান।

৪৬ রানের লিড নিয়ে শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি ইংল্যান্ডের। পঞ্চম ওভারে পরপর ২ বলে বেন ডাকেট ও ওলি পোপকে ফেরান রবিচন্দ্রন অশ্বিন। রক্ষণাত্মক শট খেলতে গিয়ে ব্যাট প্যাডে শর্ট লেগে ক্যাচ দেন ডাকেট, পেছনে পায়ে ভর করে অফ স্পিনের আশায় খেলতে গিয়ে এলবিডব্লু হন পোপ। হায়দরাবাদে ডাবল সেঞ্চুরি করা পোপ এ টেস্টে ২ ইনিংস মিলিয়ে টিকলেন মাত্র ৩ বল।

জোড়া উইকেটের ধাক্কা অনেকটাই সামাল দিয়ে এনেছিলেন সতর্ক জো রুট ও প্রতি-আক্রমণ করা জ্যাক ক্রলি। অশ্বিন এরপর আঘাত করেন আবার। ফুল লেংথের বল মিস করে এলবিডব্লু হন প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করা রুট, ভারত সে উইকেট পায় রিভিউ নিয়ে। বল ট্র্যাকিংয়ে সূক্ষ্ম ব্যবধানে দেখায় তিন 'লাল', যদিও সে সিদ্ধান্তে খুব একটা সন্তুষ্ট মনে হয়নি ইংল্যান্ডকে।

দীর্ঘদেহী ক্রলি তাঁর লম্বা পদক্ষেপ কাজে লাগিয়ে স্পিনারদের ড্রাইভ করেন দারুণভাবে, সিরিজে তৃতীয় ফিফটিও পেয়ে যান। তবে আবারও ফিফটিকে সেঞ্চুরিতে রূপ দিতে ব্যর্থ তিনি, এবার চা-বিরতির ঠিক আগে ৬০ রান করে বোল্ড হন কুলদীপের বলে। সে সময় কাভারে ফিল্ডার ছিল না, সে দিকে খেলতে গিয়েই নিজের বিপদ ডেকে আনেন ক্রলি। শুরুর নড়বড়ে অবস্থা কাটিয়ে এগোতে পারেননি বেন স্টোকসও, ম্যাচে দ্বিতীয়বার বেশ নিচু হওয়া বলে আউট ইংল্যান্ড অধিনায়ক। এবার কুলদীপের বলে একটু পা বাড়িয়ে খেলতে গিয়ে প্যাডে লেগে বোল্ড তিনি। অবশ্য দুবারই পা আরেকটু বাড়িয়ে খেলতে পারতেন কি না, সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

সে পর্যন্ত বেশ স্বচ্ছন্দ ছিলেন জনি বেয়ারস্টো, কিন্তু চা-বিরতির পর ঠিক প্রথম বলেই মনযোগ নড়ে যায় তাঁর। জাদেজাকে আগবাড়িয়ে খেলতে গিয়ে শর্ট কাভারে ক্যাচ তোলেন ৪২ বলে ৩০ রান করে। চাপে পড়া ইংল্যান্ডের ফিরে আসার লড়াই এরপর হয়ে পড়ে বেশ কঠিন।

বেন ফোকস ক্রিজে সময় কাটিয়ে একটু প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন, তবে সেটি ঠিক কাজে আসেনি। প্রথম ইনিংসের মতো এবার আর শেষদিকে তেমন অবদান রাখতে পারেননি কেউ। টম হার্টলি ও ওলি রবিনসনকে ফেরান কুলদীপ যাদব। অশ্বিনের বলে রিভিউ নিয়ে এলবিডব্লু থেকে বাঁচলেও তাঁকেই ফিরতি ক্যাচ দেন ফোকস। পরে অ্যান্ডারসনকে বোল্ড করে ইনিংসে ৩৫তম বার ৫ উইকেট নিয়ে অনিল কুম্বলেকে ছুঁয়ে ফেলেন অশ্বিন। ৫ উইকেট নেওয়ার পথে অবশ্য দেশের মাটিতে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার তালিকায় কুম্বলেকে (৩৫০) ছাড়িয়ে গেছেন অশ্বিন। তাঁর ওপরে এখন আছেন শুধু মুত্তিয়া মুরালিধরন (৪৯৩), জেমস অ্যান্ডারসন (৪৩৪) ও স্টুয়ার্ট ব্রড (৩৯৮)।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড ৩৫৩ ও ৫৩.৫ ওভারে ১৪৫ (ক্রলি ৬০, ডাকেট ১৫, পোপ ০, রুট ১১, বেয়ারস্টো ৩০, স্টোকস ৪, ফোকস ১৭, হার্টলি ৭, রবিনসন ০, বশির ১*, অ্যান্ডারসন ০; অশ্বিন ৫/৫১, জাদেজা ১/৫৬, সিরাজ ০/১৬, কুলদীপ ৪/১৬)।

ভারত ১০৩.২ ওভারে ৩০৭ (জুরেল ৯০, জয়সোয়াল ৭৩, গিল ৩৮, কুলদীপ ২৮; বশির ৫/১১৯, হার্টলি ৩/৬৮, অ্যান্ডারসন ২/৪৮) ও ৮ ওভারে ৪০/০ (রোহিত ২৪*, জয়সোয়াল ১৬*)।

তৃতীয় দিন শেষে।

জুরেলের মধ্যে নতুন ধোনি দেখতে পাচ্ছেন গাভাস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাবা নেম চাঁদ ভারতের হয়ে কারগিল যুদ্ধে লড়েছেন। ছেলে ধ্রুব জুরেলও এবার দেশের হয়ে লড়লেন। তবে যুদ্ধের ময়দানে নয়, ক্রিকেট মাঠে।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে রাঁচি টেস্টে নিজেদের প্রথম ইনিংসে একসময় ১৭৭ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল ভারত। এরপর লেজের ব্যাটসম্যানদের নিয়ে ভারতকে একাই টেনেছেন জুরেল। মাত্রই দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামা জুরেলের ক্যারিয়ারসেরা ৯০ রানের লড়াকু ইনিংসে ভর করেই ৩০০-এর গণ্ডি পেরিয়েছে রোহিত শর্মার দল।

ভারতের ইনিংসের শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে জুরেল আউট হয়ে মাঠ ছাড়ার সময় দর্শকেরা দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়েরা অভিনন্দন জানিয়েছেন, এমনকি আম্পায়ার রড টাকারও করতালি দিয়েছেন; সতীর্থরা তো পিঠ চাপড়ে দিয়েছেনই। এই সিরিজে ধারাভাষ্যকারের দায়িত্বে থাকা কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কারও তাঁকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন।

রাঁচি ভারতের সফলতম অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্মশহর। ২৩ বছর বয়সী জুরেল আবার ধোনির মতোই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। ধোনির শহরে জুরেলকে এমন পারফর্ম করতে দেখে হয়তো ধোনির কথাই মনে পড়েছে গাভাস্কারের। সে কারণে জুরেলের মধ্যে তিনি পরবর্তী ধোনি হওয়ার সব রকম প্রতিভা দেখতে পাচ্ছেন।

ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় জুরেলের প্রশংসা করে গাভাস্কার বলেছেন, 'ধ্রুব জুরেল খুব ভালো ব্যাটিং করছে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। স্টাম্পের পেছনেও সে অসাধারণ। মাঠে ওর উপস্থিত বুদ্ধি দেখে মনে হচ্ছে, ও আগামী দিনের এমএস ধোনি হতে চলেছে। যদিও জানি আরেকজন এমএসডি (ধোনি) কখনোই আসবে না, তবে আমি একটা জিনিস লক্ষ করেছি যে ধোনি ওর ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে খেলতে নেমে যেভাবে সজাগ থাকত, জুরেলও সেটা দেখিয়েছে। ওর মধ্যে সেই প্রতিভা আছে। দারুণ বুদ্ধিমান এক ক্রিকেটার।'

জুরেল আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যাহ্নবিরতির ঘোষণা দেন আম্পায়াররা। বিরতির সময় স্পোর্টস ১৮,কে গাভাস্কার বলেন, 'সে আজ সেঞ্চুরি মিস করলেও (আউট হওয়ার আগপর্যন্ত) কোনো ভুল করেনি। তবে উপস্থিত বুদ্ধির কারণেই ভবিষ্যতে সে অনেক সেঞ্চুরি করবে।'

২১ বছর পর ইউনাইটেডের মাঠে ফুলহামের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বছর জানুয়ারির পর থেকে এবারই প্রথম সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৫ ম্যাচ জিতেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ওল্ড ট্রাফোর্ডে আজ সেই জয়ের ধারাতেই ছেদ পড়ল। যোগ করা সময়ের ৭ মিনিটে নাইজেরিয়ান মিডফিল্ডার অ্যালেক্স আইয়ুবির গোল শেল হয়ে আছড়ে পড়েছে ইউনাইটেড সমর্থকদের হৃদয়ে। অথচ ২,১ গোলে হারের আগে ম্যাচে কিন্তু ফিরেছিল ইউনাইটেড।

ফুলহামকে ম্যাচের ৬৫ মিনিটে এগিয়ে দিয়েছিলেন আরও এক নাইজেরিয়ান। কর্নার থেকে দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় বল ইউনাইটেডের জালে জড়ান নাইজেরিয়ান লেফটব্যাক ক্যালভিন ব্যাসে। ইউনাইটেড এ গোল শোধ করেছে নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ১ মিনিট আগে। ফুলহাম গোলকিপার বার্নড লেনোর ভুলের সুযোগ নিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এ মৌসুমে নিজের প্রথম গোল করেন ইউনাইটেড ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুয়ার।

কিন্তু ৯৭ মিনিটে এসে আইয়ুবির গোলে হৃদয় ভেঙেছে ইউনাইটেড সমর্থকদের। ২০০৩ সালের পর ইউনাইটেডের মাঠে এটাই প্রথম জয় ফুলহামের।

গত ৬১ বছরের মধ্যে ইউনাইটেডের মাঠে এটা দ্বিতীয় জয় ফুলহামের। আর সে জয়ে ইউনাইটেডের একটি স্বপ্নও ধাক্কা খেয়েছে। বেশি না মাত্র চার দিন আগে ইউনাইটেডের নতুন সহমালিক জিম র্যা টক্লিফ বলেছিলেন, ইংলিশ ফুটবলে ম্যানচেস্টার সিটি এবং লিভারপুলের আধিপত্য তিনি দূর করতে চান। ফুলহামের কাছে হারে র্যা টক্লিফের এই স্বপ্ন ঘা খেল বাস্তবতার কাছে।

চ্যাম্পিয়নস লিগের আগামী মৌসুমে জায়গা করে নিতে ইউনাইটেড শীর্ষ চারে থেকে মৌসুম শেষ করতে পারবে কি না, সেই সন্দেহও থাকে। ২৬ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ছয়ে ইউনাইটেড। সমান ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে ১২তম ফুলহাম।

চোটের কারণে স্ট্রাইকার রাসমুস হইলুন্দ এই ম্যাচে খেলতে পারেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে ম্যাচের প্রায় শেষ মিনিট পর্যন্ত সেভাবে আক্রমণ করতে পারেনি ইউনাইটেড। দুই অর্ধ মিলিয়ে ফুলহামই বেশি ভালো খেলেছে। এই জয়ে প্রিমিয়ার লিগে প্রতিপক্ষের মাঠে টানা ১১ ম্যাচ জয়হীন থাকার ধারা ভাঙল ফুলহাম।

নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শেষ অস্ট্রেলিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে জুনে হবে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার শেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজ ছিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। এর মানে বিশ্বকাপের আগে এটাই ছিল অস্ট্রেলিয়ানদের প্রস্তুতির শেষ সুযোগ। সেদিক থেকে প্রস্তুতিটা দারুণ হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার। ৩ ম্যাচের সিরিজের শেষটিতে আজ ডিএলএস পদ্ধতিতে ২৭ রানে জিতে নিউজিল্যান্ডকে ধবলধোলাই করেছে ম্যাথু ওয়েডের দল।

টসে হেরে অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিংয়ে নামার পর তিনবার বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ করতে হয়। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসটা তাই ছোট হয়ে নেমে আসে ১০.৪ ওভারে। ৪ উইকেটে ১১৮ রান তোলে তারা। ডিএলএস পদ্ধতিতে নিউজিল্যান্ডের লক্ষ্য দাঁড়ায় ১০ ওভারে ১২৬ রানের। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কিউইরা ৩ উইকেটে ৯৮ রানই তুলতে পারে।

দ্রুত রান তোলার চাপে ৩ ওভারের মধ্যেই ২ উইকেট হারিয়ে ফেলে নিউজিল্যান্ড। ২৯ রানের মধ্যে উইল ইয়ং ও টিম সাইফার্টকে হারিয়ে আরও চাপে পড়ে যায় কিউইরা। তবে গ্লেন ফিলিপসের ২৪ বলে অপরাজিত ৪০ রানের সৌজন্যে হারের ব্যবধান কমাতে পারে তারা। সিরিজে প্রথমবারের মতো একাদশে জায়গা পাওয়া অস্ট্রেলিয়ান পেসার স্পেনসার জনসন ২ ওভারে ১০ রান দিয়ে নিয়েছেন ১ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন ম্যাথু শর্ট ও অ্যাডাম জাম্পাও। এদিন আরও একবার ট্রাভিস হেডের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস ওপেন করার সুযোগ পান স্টিভ স্মিথ। কিন্তু ৩ বলে ৪ রান করে আউট হয়ে ফেরেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৩০ বলে সর্বোচ্চ ৩৩ রানের ইনিংসটি খেলেন হেড। তবে শর্ট ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল খেলেছেন দুটি ঝোড়ো ইনিংস। শর্ট ১১ বলে ১ চার ও ৩ ছয়ে করেছেন ২৭ রান। আর ৩ চার ও ১ ছয়ে ম্যাক্সওয়েল ২০ রান করেছেন ৯ বলে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া ১০.৪ ওভারে ১১৮/৪ (হেড ৩৩, স্মিথ ৪, শর্ট ২৭, ম্যাক্সওয়েল ২০, ইংলিস ১৪*, ডেভিড ৮*; বোল্ট ০/২৪, মিল্‌নে ১/২০, সিয়ার্স ১/২২, শোধি ০/২২, স্যান্টনার ১/১৬, ক্লার্কসন ১/৮)।

নিউজিল্যান্ড ১০ ওভারে ৯৮/৩ (অ্যালেন ১৩, ইয়ং ১৪, সাইফার্ট ২, ফিলিপস ৪০*, চাপম্যান ১৭*; স্টার্ক ০/১৫, শর্ট ১/৩৩, জনসন ১/১০, জাম্পা ১/২০, এলিস ০/১১)।

ফল ডিএলএস পদ্ধতিতে অস্ট্রেলিয়া ২৭ রানে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ ম্যাথু শর্ট (অস্ট্রেলিয়া)।

সিরিজ ৩ ম্যাচের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ৩-০তে জয়ী।

ম্যান অব দ্য সিরিজ মিচেল মার্শ (অস্ট্রেলিয়া)।

চেন্নাইয়িন ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গল কোচের মুখে শুধু খারাপ রেফারিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: জামশেদপুরের বিরুদ্ধে হারের ধাক্কা কাটিয়ে সোমবার ঘরের মাঠে চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে নামছে ইস্টবেঙ্গল। নয়ে থাকা লাল-হলুদের কাছে ভাল সুযোগ চেন্নাইয়িনকে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকায় আটে উঠে আসার। চেন্নাইয়িন এখন ইস্টবেঙ্গলের তলায় রয়েছে। তবে ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গলের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত সাংবাদিক বৈঠকের প্রায় পুরোটাই কথা বললেন ভারতীয় ফুটবলের খারাপ রেফারিং নিয়ে। এমনকি দু'জন রেফারির নাম উল্লেখ করে বললেন, দুঃস্বপ্নে তাঁদের দেখতে পান।

রবিবার তিনি বলেছেন, তবিশ্বের অনেক দেশেই খারাপ রেফারিং রয়েছে। স্পেনেও এই মরসুমে খারাপ রেফারিং নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। ভারতে যে রেফারিদের কমিটি রয়েছে তাদের একটা কথা বুঝতে হবে, ফুটবলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ফুটবলারেরা। কোচ বা রেফারিরা নয়। ফুটবলারেরাই খেলাটা খেলে দ এর পরেই তিনি বলেছেন, তআমি রাতে দুঃস্বপ্ন দেখি যে, ক্রিস্টাল জনকে রাহুল কুমার বলছে, কেন ডার্বির দিন নন্দকুমারকে ফাউল না দিয়ে তিনি খেলা চালিয়ে গিয়েছিলেন। পাল্টা ক্রিস্টাল জন রাহুল কুমারকে বোঝাচ্ছেন, কেন সে দিন রাকিপের বিরুদ্ধে ফাউল দেওয়া হয়েছিল।

আইএসএলের ১৫টি ম্যাচে কী ভাবে তারা খারাপ রেফারিংয়ের শিকার হয়েছেন, তা আবার বর্ণনা করেছেন কুয়াদ্রাত। বলেছেন, ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে আমি ১০ বছরের উপর যুক্ত। ভারতীয় ফুটবলের মান আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। অনেক ভাল খেলোয়াড়েরা জাতীয় দলে খেলছে। কিন্তু রেফারিদের এক ফোঁটাও উন্নতি হয়নি। প্রত্যেকটা ম্যাচে খারাপ রেফারিং প্রভাব ফেলছে। আমাদের সঙ্গেই অন্তত পাঁচটা ম্যাচে হয়েছে। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্ত ফলাফল বদলে দিতে পারে। ওড়িশা ম্যাচে দু'বার আমরা পেনাল্টি পেতে পারতাম। রেফারি দেননি। আমরা দু'পয়েন্ট হারাই।

৫৬-তেই চলে গেলেন মিলার-ঝড়ের সেই ম্যাচের আম্পায়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বছরের মার্চে আম্পায়ারিংকে বিদায় বলেছিলেন। এরপর থেকে ঘরোয়া ক্রিকেটে ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করছিলেন। এক বছর না যেতেই এবার পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন শন জর্জ।

গত বৃহস্পতিবার স্ট্রোক করেছিলেন জর্জ। গেবেখার একটি হাসপাতালে নেওয়া হলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। গতকাল শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন দক্ষিণ আফ্রিকান এই আম্পায়ার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।

জর্জের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার (সিএসএ) প্রধান নির্বাহী ফোলেটসি মোসেকি। তিনি বলেছেন, 'শনের আকস্মিক প্রস্থান দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটে বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। যাঁরা তাঁকে জানার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন, সবাই তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করবেন। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, উদারতা ও মহত্ত্ব সবাই ভীষণ মিস করবেন।'

ছেলেদের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ১১০ ম্যাচে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জর্জ। আর ছেলেদের তিন সংস্করণ মিলিয়ে টিভি আম্পায়ার ছিলেন ২২ ম্যাচে। সব মিলিয়ে মেয়েদের ক্রিকেট ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ৪৭ বার।

আম্পায়ারিং ক্যারিয়ারে জর্জের উল্লেখযোগ্য ম্যাচগুলোর একটি ২০১৭ সালে লর্ডসে মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনাল। ওই ম্যাচে ভারতকে ৯ রানে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল স্বাগতিক ইংল্যান্ড।

এ ছাড়া ২০১৭ সালের বাংলাদেশের বিপক্ষে ডেভিড মিলারের ৩৫ বলে সেঞ্চুরির ম্যাচটিও মাঠের আম্পায়ার হিসেবে পরিচালনা করেন। ওই ম্যাচেই মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনের এক ওভারে ৫ ছক্কা মেরেছিলেন মিলার। ৩৫ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়ে সে সময় আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের দ্রুততম সেঞ্চুরি রেকর্ডও গড়েছিলেন। গত বছর চীনের হাংজুতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করে মিলারের রেকর্ড ভেঙে দেন নেপালের কুশল মাল্লা।

খেলোয়াড়ি জীবনে দক্ষিণ আফ্রিকার ইস্টার্ন প্রভিন্স ও ট্রান্সভালের হয়ে ১৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন জর্জ। করেছেন ২৩০ রান, নিয়েছেন ২৯ উইকেট। গত ৮ ফেব্রুয়ারি জর্জের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও দক্ষিণ আফ্রিকার আরেক আম্পায়ার মারে ব্রাউন মারা যান। মাত্র ১৬ দিনের ব্যবধানে চলে গেলেও জর্জও।

শন জর্জের মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আইসিসির সাবেক ম্যাচ রেফারি দেবদাস গোবিন্দজি বলেছেন, 'আমি বহু বছর শনের সঙ্গে কাজ করেছি। তাকে জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক আম্পায়ার হতে দেখেছি। প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সূক্ষ্ম এবং সিদ্ধান্ত জানানোর ক্ষেত্রে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। এই গুণগুলোই আইসিসির অনেক টুর্নামেন্টে তাকে ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ করে দিয়েছিল।'

এ ছাড়া জর্জের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রেকর্ড পাঁচবার আইসিসি বর্ষসেরা আম্পায়ারের খেতাব জয়ী সাইমন টফেল।

বার্সা ছাড়া নিয়ে 'অনুশোচনা' নেই জাভির

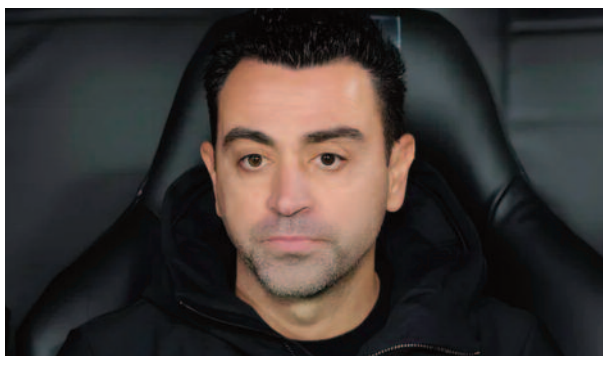

নিজস্ব প্রতিনিধি: হেতাফেকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে লা লিগা পয়েন্ট টেবিলের ২ নম্বরে উঠে এসেছে বার্সালোনা। কোচ জাভি হার্নান্দেজের বিদায় ঘোষণার পর সম্ভাব্য ১৫ পয়েন্টের মধ্যে ১৩ পয়েন্টই পেয়েছে বার্সা। হেতাফের বিপক্ষে বার্সা যখন জয়ের পথে তখন জাভির নাম ধরে স্লোগানও দিয়েছে সমর্থকেরা।

ম্যাচ শেষে জাভির কাছে জানতে চাওয়া হয়, ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো অনুশোচনা আছে কি না? জাভি অবশ্য নিজের সিদ্ধান্তের পক্ষেই যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর বিদায় ঘোষণার পর থেকে ক্লাব সামনে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে।

গত মৌসুমে লা লিগা শিরোপা জেতা জাভির চলতি মৌসুমটা খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। ব্যর্থতার দায়ে জানুয়ারির শেষ দিকে মৌসুম শেষে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান জাভি। তাঁর এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে বার্সা কর্তৃপক্ষও।

হেতাফে ম্যাচের পর ক্লাব ছাড়ার জন্য অনুতাপ আছে কি না, জানতে চাইলে জাভি বলেছেন, 'না, বরং এর বিপরীত। এই সিদ্ধান্ত খুবই সঠিক। কারণ, আমি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর দল সামনে এগিয়ে গেছে। খেলোয়াড়েরাও নিজেদের মান দেখিয়েছে (হেতাফের বিপক্ষে)।'

ভক্ত-সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে জাভি আরও বলেছেন, 'আমি ভক্তদের কাছে কৃতজ্ঞ, যাঁরা আমার নাম ধরে স্লোগান দিয়েছেন। তবে আমি জানি যে আমার সিদ্ধান্ত ক্লাবের জন্য সঠিক। সমর্থকেরা সব সময় আন্তরিকভাবে আমার পাশে আছেন, তাদের ধন্যবাদ।'

আগাম বিদায়ের ঘোষণা দিলেও জাভি অবশ্য শিরোপা লড়াইয়ে হাল ছাড়তে নারাজ, 'আমরা হাল ছাড়ব না। আমরা জানি প্রতি সপ্তাহান্তে আমাদের জিততে হবে। আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। শিরোপার জন্য লড়াইয়ের সুযোগ রয়েছে। আমরা ভালো ছন্দে আছি। যতক্ষণ পর্যন্ত গাণিতিকভাবে সুযোগ রয়েছে, আমরা জিরোনা এবং মাদ্রিদের ওপর চাপ তৈরি করে যাব। আমাদের নিজেদের কাজে মনোযোগ রাখতে হবে। যেটা হচ্ছে আজকের মতো জয়লাভ করা।'

পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে উঠে আসা জাভির দল রিয়াল ও জিরোনার চেয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলেছে। ২৬ ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট ৫৭। নিজেদের পরের ম্যাচে রায়ে ভায়েকানোর বিপক্ষে খেলবে তিনে থাকা জিরোনা, দলটির পয়েন্ট ২৫ ম্যাচে ৫৬।

ভায়েকানোর বিপক্ষে জিতলে বার্সাকে টপকে আবার দুইয়ে উঠে আসবে জিরোনা। অন্য দিকে শীর্ষে থাকা রিয়াল আজ রাতে খেলবে সেভিয়ার বিপক্ষে। এই ম্যাচে জিতলে বার্সার চেয়ে ৮ পয়েন্টে এগিয়ে যাবে কার্লো আনচেলত্তির দল। বর্তমানে ২৫ ম্যাচে রিয়ালের পয়েন্ট ৬২।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**